CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-204 ■ 25 April, 2026 ■ আগরতলা ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ১১ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফের উত্তপ্ত মণিপুর ঃ উখরুলে গুলিবর্ষণে নিহত ৩, আহত বহু

ইম্ফল, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস)।। মণিপুরের উখরুল জেলায় শুক্রবার নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথক গুলিবর্ষণের ঘটনায় অন্তত তিনজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সহিংসতাপ্রবণ এই জেলায় মুল্লাম গ্রামের কাছে একটি ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনী দুটি দেহ উদ্ধার করেছে। নিহতদের পরিচয় এল. সিটলহৌ এবং পি. হাওলাই হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের গায়ে ছদ্মবেশী পোশাক ছিল এবং গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়।

উখরুল জেলা নাগাল্যান্ডের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এবং মায়ানমারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ভাগ করে, যেখানে প্রধানত তাংখুল নাগা সম্প্রদায়ের বাস।

শুক্রবার সকালে মুল্লাম গ্রামে সশস্ত্র জঙ্গিদের মধ্যে ব্যাপক গুলিবিনিময় হয় এবং পাহাড়ি এই গ্রামে একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

কুকি উইমেন অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস এক বিবৃতিতে এই ঘটনাকে "কাপুরুষোচিত সশস্ত্র হামলা" বলে নিন্দা জানিয়ে দাবি করেছে, তাংখুল নাগা গোষ্ঠীর জঙ্গিরা পরিকল্পিতভাবে নিরস্ত্র কুকি গ্রামবাসীদের উপর হামলা চালায়। সংগঠনের অভিযোগ, হামলায় মহিলাসহ বহু গ্রামবাসী আহত হন এবং গ্রাম রক্ষায় থাকা দুই স্বেচ্ছাসেবক নিহত হন।

তবে অপরদিকে তাংখুল নাগাদের শীর্ষ সংগঠন তাংখুল নাগা লং জানিয়েছে, সিনাকেইথেই গ্রামে কুকি জঙ্গিদের গুলিতে নাগা ভিলেজ গার্ডের সদস্য হরশোকমি জামাং (২৯) নিহত হয়েছেন।

নাগা ভিলেজ গার্ড (এনভিজি)-র পক্ষ থেকে কুকি গ্রামে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, টহলদারি চলাকালীন কুকি সশস্ত্র গোষ্ঠীর গুলিতে তাদের সদস্য নিহত হন এবং আরও চারজন গুরুতর আহত হন। পরে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা জবাব দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে উখরুল জেলায় একাধিক সহিংস ঘটনা ঘটছে, যা এলাকাটিকে রাজ্যের অন্যতম অশান্ত অঞ্চলে পরিণত করেছে।

এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল ইতিমধ্যেই ১৯ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে নাগা অধ্যুষিত এলাকায় সর্বাত্মক বন্ধের ডাক দিয়েছে।

এছাড়া গ্লোবাল নাগা ফোরাম-ও সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

ক্রমবর্ধমান এই সহিংসতা মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলছে বলে মনে করা হচ্ছে।

২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎহীন শান্তিপুরে পথে বসলেন ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। গতকাল রাত থেকে বিদ্যুৎহীন উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমার শান্তিপুর উত্তরাংশ। ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

এরই প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ জনতা শান্তিপুর এলাকায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গের মানুষ তৃণমূলকে হারাবে ঃ মোদি

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস)।। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস একটি আসনও জিততে পারবে না বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে এক নির্বাচনী সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কিছু জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস এবার খাতাই খুলতে পারবে না। বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটে রেকর্ড হারে ভোটদান হয়েছে, যা স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফাতেও এই রেকর্ড ভাঙতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাবে।"

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর পরিস্থিতি নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে "দেশবিরোধী পরিবেশ" তৈরি করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, দেওয়ালে দেশবিরোধী স্লোগান লেখা হচ্ছে। পড়ুয়াদের মিছিলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। সেখানে সঠিক শিক্ষার পরিবেশ নেই। আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে চাই। রাজ্য সরকার যদি রাজ্যের বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্রকে রক্ষা করতে না পারে, তাহলে গোটা রাজ্যকে কীভাবে রক্ষা করবে?"

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, "এটাই কি আপনার শালীনতা? দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এভাবে অপমান করা হচ্ছে? আপনার সরকারের এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিংয়েও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর শীর্ষে থাকে, আর আপনি সেই প্রতিষ্ঠানকে অপমান করছেন?"

তিনি আরও বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মেধার ভিত্তিতে নিজেদের জায়গা করে নেয়। তারা প্রশ্ন করতে শেখে, যা শিক্ষার অংশ। এটা অরাজকতা নয়, এটাই প্রকৃত শিক্ষা।"

বারুইপুরের সভায় প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির দাবি-দাওয়া উপেক্ষা করার অভিযোগও তোলেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রাজ্যে বাস্তবায়ন করতে দেয়নি তৃণমূল সরকার এবং তারা সবসময়ই পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

আপে ভাঙ্গন, রাঘব চাড্ডা সহ ৭ সাংসদ বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস)।। কার্যত আম আদমি পার্টি (আপ)-তে বড়সড় ভাঙনের ইঙ্গিত দিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা শুক্রবার জানিয়েছেন, তিনি ও বিদ্রোহী সাংসদরা দলত্যাগ ও বিজেপিতে যোগদানের সমর্থনে স্বাক্ষরিত নথি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে জমা দিয়েছেন।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে, যেখানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ পাঠক ও অশোক মিত্তল, চাড্ডা ঘোষণা করেন যে রাজ্যসভায় আপ বিধায়ক দল ভেঙে যাচ্ছে এবং সাতজন সাংসদ নিয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দেবে। পরবর্তীতে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে তিনি জানান, "আজ সংবিধানের বিধান অনুসরণ করে রাজ্যসভায় আপের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সাংসদ বিজেপিতে মিশে গেছেন।

সাতজন সাংসদ এই মর্মে নথিতে স্বাক্ষর করেছেন, যা সম্মানীয় চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।"

চাড্ডা আরও জানান, তিনি নিজে এবং আরও দু'জন সাংসদ ব্যক্তিগতভাবে চেয়ারম্যানের হাতে এই স্বাক্ষরিত নথি তুলে দিয়েছেন। এই বিভাজনের ফলে, আগে রাজ্যসভায় ১০ জন সদস্য থাকা আপ এখন কমে মাত্র তিনজনে দাঁড়াবে বলে দাবি করেছেন চাড্ডা। তাঁর দাবি অনুযায়ী, সাতজন সাংসদই শীঘ্রই বিজেপিতে যোগ দেবেন।

যাঁরা এই সিদ্ধান্তে শামিল হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বাতী মালিওয়াল, হরভজন সিং, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিত্তল, রাজিন্দর গুপ্তা এবং বিক্রম সাহনি।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই দলীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন না করার অভিযোগে রাঘব চাড্ডাকে রাজ্যসভায় দলের উপনেতা পদ থেকে সরানো হয়েছিল। এই ঘটনার পরই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বণিক্য চৌমুহনিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। সাতসকালে বণিক্য চৌমুহনী সংলগ্ন সুকান্ত পল্লী এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক যুবক। মৃতের নাম সৌরভ আচার্যী (২২)। তার বাড়ি মেখলিপাড়া এলাকায় বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন সৌরভ। বণিক্য চৌমুহনী এলাকায় পৌঁছতেই একটি ট্রিপার গাড়ির সঙ্গে তাঁর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতরভাবে আহত হন তিনি।

রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ও নগর ভোটকে সামনে রেখে দলীয় বৈঠকে

মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচন শেষ হতেই এবার পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করতে উদ্যোগী হয়েছে বিজেপি। এই প্রেক্ষাপটে শুক্রবার বিকেলে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র টাউন বড়দোয়ালি এলাকায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। রাজধানীর শকুন্তলা রোডস্থিত মণ্ডল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সদর জেলা বিজেপির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি, কর্পোরেটর ও বিভিন্ন বুথের সভাপতি-সহ দলীয় কর্মীরা।

বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী দিনে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও সুবিধা কীভাবে দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই বিষয়েও কর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আসন্ন পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে মণ্ডলস্তরে সংগঠনের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করার উপর জোর দেন তিনি। এছাড়াও, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যেসব উন্নয়নমূলক কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, সেগুলি দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

রোয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ এপ্রিল ।। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত রোয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ঘিরে একাধিক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক দিবাভূষণ দাসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসছেন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম, জালিয়াতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠতে শুরু করে। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে মিড-ডে-মিল প্রকল্পকে ঘিরে। অভিযোগ, ২০২৬ সালের মার্চ মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে বিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও, ওই সময়ে মিড-ডে-মিল বাবদ খরচ দেখিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিদ্যালয় বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে খাদ্য বিতরণের হিসাব দেখানো হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের উন্নয়নের নামে অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহের অভিযোগও সামনে এসেছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'তৃণমূলের উপর ভূমিধ্বস নামবে' পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগণ যদি ঠিক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি ভোটও দেবে না তাহলে একটি ভোট ও পাবে না তৃনমূল। এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের উপরে 'ল্যান্ডস্লাইড'অর্থাৎ ভূমিধ্বস নামবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কোন ভোটার নেই। এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এমনটাই বললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আরো বলেন, এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের উপরে ভূমিধ্বস নেমে আসবে। তারা বুঝতেই পারবে না কোন দিক থেকে এই ভূমিধ্বস নেমে আসবে। মুসলমানরা যদি ঠিক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি ভোটও দেবে না তাহলে একটি আসনেও জিততে পারবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিপ্লব দেব আরো অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে জেতার জন্য মানুষকে ভয় দেখান। মেরে ফেলার হুমকি দেন। এর বাইরে উন্নয়ন সম্পর্কে জনগণের স্বার্থে কোনো কথাই বলেন না তিনি। তাঁর কথায়, এবারের নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ লড়ছে। যেমন ২০১১ সালে কমিউনিস্টরা বুঝতেই পারেনি তৃনমূল সরকার গঠন করেছিল। ২০১৮ সালে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আট মাস ধরে রেগার কাজের টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ এপ্রিল ।। শরীরের রক্ত মাংস জল করে রেগা প্রকল্পে কাজ করার ৮ মাস পরেও মিলছে না শ্রম দিবসের টাকা। শ্রম দিবসের টাকা না পেয়ে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ এক শ্রমিক। ঘটনা চড়িলাম ব্লকের আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজিব কলোনি এলাকায়। অসহায় সেই শ্রমিকের নাম ইদ্রিস মিয়া।

তার অভিযোগ তিনি আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে রেগা প্রকল্পের ১৫ শ্রম দিবসের টাকা পাচ্ছেন না।

বিগত সাত থেকে আট মাস ধরে তিনি তার মজুরির টাকা পাওয়ার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ব্যাংক, ব্যাংক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতে দৌড়ঝাঁপ করে চলেছেন। পঞ্চায়েতের জিআর

ছবি- এআই।

এস বলছেন ব্যাংকে যেতে অপরদিকে চড়িলাম গ্রামীণ ব্যাংক শাখা তাকে বলছে পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করতে।

বিগত সাত থেকে আট মাস ধরে ১৫ শ্রম দিবসের টাকার জন্য দৌড়ঝাপ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন অসহায় শ্রমিক ইদ্রিস মিয়া।

তিনি কি করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। শুক্রবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অসহায় শ্রমিক পুরো ঘটনা তুলে ধরে পঞ্চায়েত এবং ব্লকের কাছে তার প্রাপ্য মজুরির টাকা চেয়েছেন। নিতান্তই দরিদ্র ইদ্রিস মিয়া। কাজের মজুরির টাকা না পেয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছেন তিনি। সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি পঞ্চায়েত ব্লক এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট।

তথ্য গোপনের অভিযোগে মন্ত্রী টিঙ্কুর বিরুদ্ধে মামলা বীরজিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। *কৈলাসহরের কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা মন্ত্রী টিংকু রায়-এর বিরুদ্ধে ঊনকোটি জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।*

বীরজিৎ সিনহার অভিযোগ, নির্বাচনের সময় জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক এফিডেভিটে মন্ত্রী টিংকু রায় তাঁর বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারি মামলার তথ্য গোপন করেছেন। তাঁর দাবি, এই ধরনের তথ্য গোপন করা নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের শামিল এবং গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতার পরিপন্থী। এই মামলাটি সিজেএম আদালতে পেশ করেন আইনজীবী নরসিংহ দাস, তাঁকে সহায়তা করেন যুব কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী পুজন বিশ্বাস।

আদালতের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বীরজিৎ সিনহা বলেন, অতীতে একই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 25-04-2026, 00:18

জাগরণ আগরতলা, ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ইং
১১বৈশাখ , শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা

অপ্রকাশিত বই' ঘিরিয়া আড়াই মাস আগে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্কের সাক্ষী হইয়াছিল দেশ। এ বার প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে তাঁহার স্মৃতিকথন 'ফোর স্টার্স অফ ডেস্টিনি'-র সেই বিতর্কিত অংশ প্রসঙ্গে মুখ খুলিলেন। তাঁহার মন্তব্য, "প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে প্রমাণিত হয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সরকারের পূর্ণ আস্থা রহিয়ায়েছে।"গত ফেব্রুয়ারি মাসে সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বে প্রাক্তন সেনাপ্রধান নরবণের 'অপ্রকাশিত' বই থেকে চিন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল। তিনি অভিযোগ করিয়াছিলেন, ২০২০ সালে পূর্ব লাদাখে ট্যাঙ্ক নিয়া কৈলাস রেঞ্জের দিকে অগ্রসর হইতেছিল চিনের সেনা। সেনাপ্রধান তাহা জানানোর পরেও নাকি প্রধানমন্ত্রী কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। নরবণের অপ্রকাশিত বই সম্পর্কে একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে রাহুল পড়া শুরু করিলে স্পিকার ওম বিড়লা লোকসভা কার্যবিধির ৩৪৯ (১) ধারা স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে পড়া থেকে বিরত হইতে বলিয়াছিলেন, যাহা নিয়া লোকসভায় সরকার ও বিরোধীপক্ষের তুমুল তরজা হইয়াছিল।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দেশের সেনাপ্রধান ছিলেন নরবণে। তাঁহার 'অপ্রকাশিত' বইয়ের অংশ চলতি বছরের গোড়ায় প্রকাশিত হইয়াছিল ম্যাগাজিনে। ৪৪৮ পাতার ওই বইয়ে বলা হইয়াছে, ২০২০ সালে ডোকলাম সীমান্তে ভারত এবং চিনের সেনা যখন মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়াইয়া, তখন বেজিঙের সাঁজোয়া গাড়ি ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। এলএসি-তে চিনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে ২০২০ সালের ৩১ অগস্ট প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথনের বর্ণনাও দিয়াছেন নরবণে। অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, "উনি (রাজনাথ সিংহ) বলেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিয়াছেন এবং এটি সম্পূর্ণ রূপে একটি সামরিক সিদ্ধান্ত। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এম.এম. নারাভানের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী "ফোর স্টারস অফ ডেসটিনি" নিয়া সম্প্রতি নতুন করিয়া আলোচনা শুরু হইয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি আবারও সামনে এল।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সম্প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব এবং সরকারের পূর্ণ সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানে মনে করেন, সরকারের এই অবস্থান সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাহাদের গভীর আস্থারই প্রমাণ। তাহার মতে, বর্তমান সরকারের আমলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সেনার গুরুত্ব বাড়িয়াছে এবং সংকটের সময়ে সরকার সরাসরি সেনার ওপর ভরসা রাখিতেছে।নারাভানের বইটি ঘিরিয়া বিতর্কের প্রধান কারণ হইলো এতে উল্লিখিত দুটি স্পর্শকাতর বিষয়।বইটিতে দাবি করা হইয়াছে যে, "অগ্নিপথ" প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তাবনা এবং চূড়ান্ত রূপের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য ছিল, যাহা সেনার জন্য কিছুটা অপ্রত্যাশিত ছিল।২০২০ সালে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় উত্তেজনার সময় সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার যে স্বাধীনতা সেনাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রশংসা করিয়াছেন নারাভানে। তবে সেই সময়কার কিছু খুঁটিনাটি তথ্য নিয়াও বইটিতে আলোচনা রহিয়াছে যাহা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পর্যবেক্ষণে রহিয়াছে।বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে নারাভানে স্পষ্ট করিয়াছেন যে সেনাবাহিনী সব সময় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বর্তমান সময়ে অনেক বেশি সুদৃঢ়।বইটির কিছু অংশ নিয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সাথে তার আলোচনা চলিতেছে এবং প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেলেই এটি জনসমক্ষে আসিবে।বিরোধী দলগুলো এই ইস্যুটিকে হাতিয়ার করিয়া সরকারের "অগ্নিপথ" প্রকল্প এবং সীমান্ত সুরক্ষা নীতি নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে। অন্যদিকে, সরকার পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে যে, সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন এবং জাতীয় সুরক্ষায় কোনো আপস করা হয়নি।প্রাক্তন সেনাপ্রধানের এই মন্তব্য মূলত এটিই বোঝাতে চায় যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্বাস ও সমন্বয় একটি দেশের প্রতিরক্ষার প্রধান স্তম্ভ। তবে আত্মজীবনীটি প্রকাশিত হওয়ার আগে এর সংবেদনশীল তথ্যগুলো নিয়া প্রশাসনিক স্তরে যে যাচাই-বাছাই চলিতেছে, তাহা নিয়া জনমনে কৌতূহল রহিয়াই গেছে।

ঊনকোটি জেলায় এমআর (হাম ও রুবেলা) এবং এইচপিভি (হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস) টিকাকরণ নিয়ে বিশেষ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ এপ্রিল: কৈলাসহর মহকুমার অধীনে এমআর (হাম ও রুবেলা) এবং এইচপিভি (হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস) টিকাকরণ কর্মসূচির অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে আজ ঊনকোটি সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে মহকুমাভিত্তিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় টিকাকরণের হার বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য ছিল কৈলাসহর মহকুমার প্রতিটি প্রান্তে এমআর এবং এইচপিভি টিকার ব্যাপ্তি নিশ্চিত করা। বিশেষ করে শিশুদের এমআর এবং ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে এইচপিভি টিকার গুরুত্ব পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কৈলাশহর পুরোপুরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শীর্ষেন্দু চাকমা, জেলা টিকাকরণ আধিকারিক ডাঃ সন্দীপন ভট্টাচার্য্য, জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ অমিত দেববর্মা, এস এম ও, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা, মহকুমা শাসক এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের প্রতিনিধিরা, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং সমাজসেবীরা, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীবৃন্দ।

উক্ত সভায় মহকুমার বর্তমান টিকাকরণের পরিসংখ্যান পেশ করা হয় এবং যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেই এলাকাগুলো চিহ্নিত করা হয়। জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে কিশোরীদের জন্য এইচপিভি টিকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ধর্মীয় নেতাদের অনুরোধ জানানো হয় যাতে তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে টিকার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রচার চালান। পঞ্চায়েত স্তরে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে বাড়ি বাড়ি সার্ভে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকের শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আগামী কয়েক সপ্তাহে প্রতিটি ব্লকে বিশেষ ক্যাম্প করা হবে। ইতিমধ্যে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি যেমন এল ই ডি স্ক্রিনে ডিসপ্লে, স্থানীয় টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞপন দেওয়া, বিশেষ করে দুর্গম এলাকাগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাইকিং, লিফলেট বিলি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতন করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যু জীবনের চরম সত্য। তাই সব দার্শনিক বা ধর্মীয় মহামানবই মৃত্যু সম্পর্কে তাঁদের নিজের নিজের উপলব্ধির কথা বলে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণও। শক্ত বিষয় সহজ করে বলাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রেও তিনি আশ্চর্য সাবলীল। পাত্রবিশেষে তার তার বোধগম্যতার পরিধিতে পৌঁছে তিনি মৃত্যু-চেতনার এক ধারণা দেন।

যেমন, বড়বাজারের মল্লিক স্ট্রিট থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসেন তাঁর এক অনুগত মারোয়াড়ি ভক্ত। তিনি একদিন (২ অক্টোবর, ১৮৮৪) রামকৃষ্ণদেবকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, মরলে কি গুকীণ্ণ হয়?' অর্থাৎ, মরণের পরের কথা, সবারই যে বিষয় নিয়ে আগ্রহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর লৌকিক বিশ্বাসের কথা বললেন, 'গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাববে, তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধন করা চাই। রাতদিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে।'

কিন্তু বেদান্তবাদী কেশবচন্দ্র সেন তো এমন কথায় ভুলবেন না। মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ কেশবকে তাঁর 'কমল কুটীর'-এ দেখতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ (২৮ নভেম্বর, ১৮৮৩)। অস্থিচর্মসার কেশবচন্দ্র কোনওরকমে দেওয়াল ধরে ধরে এলেন। তাঁর সুপুরুষ দেহপটের ভগ্নদশাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঠাকুর শোনালেন আত্মার অমরত্বের কথা, 'দেহ হয়েছে আবার যাবে! আত্মার মৃত্যু নাই। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে দেহবুদ্ধি যায়! তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।' আবার বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাড়ি গিয়ে (৫ আগস্ট, ১৮৮২) মৃত্যু সম্পর্কে কী শুনিয়ে এসেছিলেন? সেখানে আত্মার কথা নয়। তাঁর চেয়ে ১৬-১৭ বছরের বড় বিদ্যা তথা দয়ার সাগরকে তিনি অহং বোধের অনিত্যতার কথা বলেছিলেন, শমণ এসে যা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, 'মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি—কলকাতায় কর্ম করতে আসা।' অব্যর্থ উপমা।

সংসারী মানুষকেও মৃত্যু সম্পর্কে এই একই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন সুরে সুরে, মারোয়াড়ি ভক্তের সঙ্গে কথা বলার দু'-দিন পর, 'দিন দুই-তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।/ সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে।।' সেই কালাকালের, অর্থাৎ কাল-অকালের সর্বময় কর্তার পদধ্বনি এবার শুনতে পাচ্ছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর মর্তলীলা গুটিয়ে নেওয়ার সময় হল।

যন্ত্রণাদায়ক গলরোগের চিকিৎসার চেষ্টায় ভক্তরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে ৭০ দিন কাটিয়ে ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫ তাঁকে নিয়ে আসা হল সুখ্যাত লাটুবাবুর জামাই গোপাল ঘোষের কাশীপুরস্থ বাগানবাড়িতে। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এটি ভাড়া করলেন। ঠাকুরের সেবা করার সুযোগে তাঁর গৃহী ও সংসার উদাসীন যুবকভক্তরা বাঁধা পড়লেন নিঃস্বার্থ ভালোবাসার এক পবিত্র আকর্ষণে। পয়লা জানুয়ারি ১৮৮৬ বেলা তিনটে নাগাদ তাঁর দোতলার ঘর থেকে নিচের বাগানে নেমে এসে সমবেত প্রায় জনা ৩০ গৃহী ভক্তকে, স্বামী সারদানন্দের ভাষায় 'আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান' করলেন, 'তোমাদের কী আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।'

শেষের দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই নরেন্দ্রের প্রতি তিনি আরও বেশি করে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। প্রতি সন্ধ্যায় ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁর নরেনকে একা ঘণ্টা কয়েক ধরে উপদেশ দিতেন। মহাসমাধির দিন তিন-চার আগে নরেন্দ্রনাথকে সামনে বসিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সমাধিস্থ হলেন। বিমূঢ় নরেন্দ্র অনুভব করলেন এক সূক্ষ্ম তেজরশ্মি বিদ্যুৎ কম্পনের মতো তাঁর দেহে সঞ্চারিত হচ্ছে। নরেন্দ্র বাহ্যজ্ঞান হারালেন। পরে যখন প্রকৃতিস্থ হলেন, দেখলেন, ঠাকুরের চোখে জলের ধারা। ঠাকুর বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পর ফিরে যাবি।' এর দিন দুই পরে আবার বললেন, 'দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে ত্যাগী শিষ্যদেরণ্ণ দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী।' মৃত্যুর আবহে সমাপ্তি নয়, এ যেন নবজীবনের বীজ রোপণ।

নরেন্দ্রের তবু দ্বিধা কাটে না। বিদায়ের সেই ঘনীভূত সুরের মাঝেও মনে হচ্ছে, ইনি কে, সত্যি কি ঈশ্বরের অবতার? রোগক্লিষ্ট ঠাকুর সরাসরি নরেনের দিকে তাকালেন; সন্দেহের শেষ পর্দাটুকুও আর রাখতে চাইলেন না, 'এখনও তোর জ্ঞান হল না, সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানিং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—', তারপর একটু থেমে উত্তর সম্পূর্ণ করলেন, '—তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।' শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে এই সময়ের উপলব্ধির কথা জানালেন, 'মনে হচ্ছে জলের মধ্যে দিয়ে অনেক দূর চলে যাচ্ছি।' বুঝি সমুখে শান্তি পারাবার?

স্বামী যোগানন্দকে বললেন, পঞ্জিকা থেকে আগামী কয়েক দিনের তিথি নক্ষত্র পাঠ করতে। পড়তে পড়তে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনটি এলে পড়া থামাতে বললেন।

কেন? কারণ আর এগিয়ে দরকার কী? ওই দিন, ওই ১৬ আগস্ট ১৮৮৬, ৩১ শ্রাবণ ১২৯৩ ঝুলন পূর্ণিমার রাতে কী বলা হবে? মহাপ্রয়াণ? মর্তলীলা সংবরণ? ওসব কথা থাক। শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?

দিনে আট ঘণ্টার বেশি কাজের চাপ কি মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি করে?

সানজানা চৌধুরী

এভাবে দীর্ঘ সময় কাজ করার কারণে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

এ সংক্রান্ত প্রথম বৈশ্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৬ সালে দীর্ঘ সময় কাজ করার ফলে স্ট্রোক ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সাত লাখ ৪৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

জাপানে এর একটি নাম আছে "কারোশি", যার মানে অতিরিক্ত কাজ করতে করতে মৃত্যু। সরকারিভাবেই কারোশিতে আক্রান্ত হয়ে ২০১৭ সালে ২৩৬ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে জাপান সরকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় বলা হয়, দীর্ঘ সময় কাজ করার ফলে সবচেয়ে ক্ষতির শিকার হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ।

যারা সপ্তাহে ৩৫ থেকে ৪০ ঘণ্টা কাজ করেন তাদের তুলনায় যারা সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজ করেন তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ বেড়ে যায় এবং হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি ১৭ শতাংশ বেশি থাকে বলে গবেষণায় পাওয়া গেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সঙ্গে যৌথভাবে করা এই গবেষণায় আরও দেখা গেছে, দীর্ঘ সময় কাজের কারণে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই মধ্যবয়সী বা বয়স্ক পুরুষ। অনেক ক্ষেত্রে, দীর্ঘ সময় কাজ করার অনেক বছর পর, কখনো কখনো দশক পর, এই মৃত্যুগুলো ঘটে।

দীর্ঘ সময় কাজ করলে যে ক্ষতি হয়—ব্রিটেনের ব্যাংক কর্মকর্তা ৪৫ বছর বয়সী জনাথন ফ্রস্টিকের একটি লিঙ্কডইন পোস্ট সম্প্রতি ব্যাপক আলোচনায় আসে। একদিন কাজের প্রস্তুতি নেয়ার সময় হঠাৎ তার বুক চেপে আসে, গলা, চোয়াল ও হাতে ব্যথা হতে থাকে আর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

'আমি কোনোভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ি এবং আমার স্ত্রীকে ডাকি। সে জরুরি নম্বরে ফোন করে।', তিনি বলেন। হার্ট অ্যাটাক থেকে সুস্থ হওয়ার পর নিজের কাজের ধরন বদলানোর সিদ্ধান্ত নেন জনাথন। তিনি লিঙ্কডইন পোস্টে লেখেন, 'আমি আর সারাদিন জুমে বসে থাকি না।' তার এই পোস্ট অনেক মানুষের মনে দাগ কাটে। অনেকে নিজেদের অতিরিক্ত কাজের অভিজ্ঞতা এবং এর ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতির কথা শেয়ার করেন। ফ্রস্টিক তার দীর্ঘ সময় কাজের জন্য নিজের কোম্পানিকে দোষ দেননি। তবে একজন মন্তব্য করেন,'কোম্পানিগুলো অনেক সময় মানুষের ব্যক্তিগত সুস্থতার কথা না ভেবে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দেয়।' পরে জনাথনের ব্যাংক তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করে এবং সবাইকে নিজেদের সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা জানায়। দেখা গিয়েছে করোনা মহামারির পর অতিরিক্ত কাজ করার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টেকনিক্যাল অফিসার ফ্র্যাঙ্ক পেগা বলেন, 'আমাদের কাছে কিছু প্রমাণ আছে যে, যখন কোনো দেশে লকডাউন হয়, তখন কাজের সময় প্রায় ১০ শতাংশ বেড়ে যায়।' দীর্ঘ সময় কাজ করা মোট কাজ-সংক্রান্ত রোগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী। তাই বলা যায়, দীর্ঘ সময় কাজ করা পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। গবেষকরা বলেছেন, দীর্ঘ সময় কাজ করলে দুইভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়: প্রথমত, অতিরিক্ত চাপ থেকে শরীর ও মনে সরাসরি প্রভাব পড়ে। মানসিক চাপ বাড়ায় অবসাদ দেখা দিতে পারে, শরীরেও ব্যথা হয়, এমনকি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ল্যানসেট জার্নালে উঠে এসেছে, এতে হার্টের সমস্যা,উচ্চ রক্তচাপ সংক্রামক রোগ, ডায়াবেটিস ও পেশীর সমস্যাও দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, বেশি সময় কাজ করলে মানুষ ধূমপান, মদ পান, কম ঘুম, কম ব্যায়াম এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার মতো ক্ষতিকর অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে। ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা রাহাত হোসেন বলেন, তার আগের চাকরিতে দীর্ঘ সময় কাজ তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলেছিল।

তিনি বলেন, 'সপ্তাহে ৬০ থেকে ৬৫ ঘণ্টা কাজ করাটা ছিল স্বাভাবিক। অনেক সময় টানা কয়েক সপ্তাহ বাড়ির বাইরে থাকতে হতো।' 'কাজের এতো স্ট্রেস নিতে নিতে আমি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছিলাম, সব সময় মেজাজ খুটখুটে থাকতো, কাজ শেষে শরীর মন সব ভেঙে পড়তো।' চার বছর পর তিনি সেই চাকরি ছেড়ে দেন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা করে নিয়োগদাতাদের এখন এসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া উচিত।

ফ্র্যাঙ্ক পেগা আরও বলেন, কাজের সময় সীমিত করা নিয়োগদাতাদের জন্যও ভালো, কারণ এতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

তার মতে, 'অর্থনৈতিক সংকটের সময় কাজের ঘণ্টা বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' দীর্ঘ সময় কাজের চক্রে বন্দী আসল সমস্যা হলো, অনেক মানুষের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় কাজ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগই নেই। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে ১৮০ কোটি কর্মরত মানুষের মধ্যে ৪০ কোটিরও বেশি মানুষ সপ্তাহে ৪৯ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজ করেন, যা মোট কর্মসংস্থানের একটি বড় অংশ। আবার অনেক মানুষের কাজের ধরণই এরকম যে তারা দীর্ঘ সময় কাজ করার চক্রে আটকে পড়েছেন। জীবিকা নির্বাহ করতে এবং বিল দিতে তাদেরকে বেশি সময় কাজ করতে বিশেষ করে ক্লায়েন্ট যদি অন্য টাইম জোনে থাকে, সেক্ষেত্রে রাতভর কাজ করতে বাধ্য করে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার "গিগ ইকোনমি" কর্মীদের ক্ষেত্রে এটি সাধারণ বিষয়।

তারা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা ইউরোপের কোম্পানি বা উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্রিল্যান্সার প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কোডিং, ব্লগ লেখা, ওয়েবসাইট বানানো বা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের মতো কাজ করে থাকে। ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানে আইটি বিভাগে কাজ করেন সাজ্জাদ তানজিদ। ভিন্ন টাইম জোনের কারণে তার অফিস শুরু হয় বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা থেকে। শেষ হয় সকাল ৭টায়। সেটা কখনো ৮টা,নয়টায় গড়ায়। এভাবে রাতের পর রাত জাগার কারণে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কথা জানান তিনি। 'আমার কাজের ধরনটা এমন যে আমি চাইলেই এই সময়টা বদলাতে পারবো না। এভাবে আমার ঘুমের সমস্যা তো হচ্ছেই, সারাদিন ক্লান্ত লাগে, কোথাও যেতে পারি না। জরুরি ফোন কল ধরতে পারি না। কিন্তু কিছুই করার নেই।'

অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের অ্যালেক্স জে উডের নেতৃত্বে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই প্ল্যাটফর্মগুলোর অ্যালগরিদম মানুষকে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করে। একজন কর্মী বলেছিলেন: 'আমি এতটাই টাকার অভাবে আছি, যখন কেউ কাজ দিতে চায়, তখন মনে হয়, কেন আমি দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করব না?' এই প্ল্যাটফর্মে আপনার র‍্যাঙ্কিং যত ভালো, কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি। কিন্তু ভালো রিভিউ পেতে হলে কর্মীদের ক্লায়েন্টের সব চাওয়া মেনে নিতে হয়, তাদের যেকোনো সময় যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, খুব কম সময়ের ডেডলাইনও মেনে নিতে হয়। না হলে খারাপ রেটিং দেওয়া হয়, যা ভবিষ্যতে কাজ পাওয়ার সুযোগ কমিয়ে দেয়। যদি কর্মী শীর্ষ র‍্যাংকে না থাকে, তবে চাপ আরও বেড়ে যায়। কেউ কেউ বেশি কাজ পেতে খুব কম দামে সেবা দেয়, যার ফলে তারা কম অর্থে দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া, অনেকেই প্রোফাইল তৈরি, গিগের জন্য বিড করা, নতুন দক্ষতা অর্জনের মতো অনেক কাজের জন্য সময় দেন। সব মিলিয়ে এটি এক দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর রুটিন তৈরি করে।

বাংলাদেশের গাড়ি/বাস চালকদের বেশি বেশি ভাড়ার লোভে অতিরিক্ত সময় কাজ করা এবং এর কারণে রাস্তাঘাটে নানা ধরনের দুর্ঘটনার মুখে পড়া নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার বার চালকদের নিয়মের মধ্যে আনার কথা বলা হলেও বাস্তবে এর প্রতিফল দেখা যায় না। উড বলেন, 'দীর্ঘ সময় কাজের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে ঘুমে,' এভাবে কম ঘুম এবং দীর্ঘ সময় কাজের দুষ্টচক্র চলতেই থাকে। আবার কাজের চাপ সামলাতে না পারা, নিজের কাজে মতামত দেওয়ার সুযোগ না থাকা, বস বা সহকর্মীদের কাছ থেকে সাহায্য না পাওয়া, অফিসে সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না থাকা, কাজের দায়িত্ব হঠাৎ বদলে যাওয়া এবং প্রতিষ্ঠান বারবার পরিবর্তন হওয়াও এই দীর্ঘ সময় কাজ ও মানসিক চাপ বাড়ার বড় কারণ বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

"ক্লান্তিকে গর্ব হিসেবে দেখা বিপজ্জনক" এক সাক্ষাৎকারে উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক জানান, তার ৪৭তম জন্মদিন কেটেছে কারখানায় সারারাত কাজ করে। তিনি বলেন, 'কোন বন্ধু ছিল না, কিছুই না।'। এমনকি তিনি স্বীকার করেন, প্রতি সপ্তাহে ১২০ ঘন্টা কাজ করা তার জন্য স্বাভাবিক বিষয় ছিলো। অতিরিক্ত কাজের কারণে তার সন্তান ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো কমে গেছে। তার কিছু ভক্ত মনে করেন, বড় কিছু অর্জনের জন্য এটা স্বাভাবিক, বিশেষ করে সিলিকন ভ্যালির মতো জায়গায়। মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর স্বপ্ন আর সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির মতো বড় লক্ষ্য অর্জনের পেছনে এমন ত্যাগকে তারা স্বাভাবিক বলে মনে করেন। কিন্তু ক্লান্তিকে গর্বের বিষয় হিসেবে দেখানো আসলে বিপজ্জনক, বলছেন গবেষকরা।

সিলিকন ভ্যালির স্টার্টআপ সংস্কৃতিতে দিন-রাত কাজ করা, ছুটির দিনেও কাজ করা, এগুলো এখন একধরনের ট্রেন্ড হয়ে গেছে, যা ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্যা হলো, এই "দীর্ঘ সময় কাজ" করার সংস্কৃতি আসলে বেশি কাজ করার উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দিতে পারে, অথবা এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। অনেক প্রমাণ আছে যে অতিরিক্ত সময় কাজ করলে উৎপাদনশীলতা কমে যায়, মানুষের শরীর খারাপ লাগে এবং বাস্তবেও অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনকি নানা ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

তারপরও, লাখ লাখ কর্মী এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছেন না ডাক্তার থেকে শুরু করে গিগ ইকোনমির কর্মী ও ফ্রিল্যান্সার অনেকেই এই চক্রে আটকে আছেন। তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, এর পরিণতি কী হবে? যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ বছরের চাকরির তথ্য বিশ্লেষণ করে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, ওভারটাইম করা চাকরিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি ৬১ শতাংশ বেশি, সেইসব চাকরির তুলনায় যেগুলোয় ওভারটাইম নেই। যদিও এই গবেষণায় সরাসরি বলা হয়নি যে ঝুঁকির পেছনে ক্লান্তিই মূল কারণ, কিন্তু অনেক প্রমাণ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে ক্লান্তিই বড় ভূমিকা রাখে। ধরা যাক, আপনি সকাল ৮টা থেকে জেগে আছেন এবং পরদিন রাত ১টা পর্যন্ত অর্থাৎ টানা ১৭ ঘণ্টা জেগে কাজ করেছেন।

এই অবস্থায় আপনার শরীরের পারফরম্যান্স ততোটাই খারাপ হবে, যতোটা একটা মাতাল মানুষের ক্ষেত্রে হয়। অতএব, এক রাত জেগে কাজ করলে আপনার শরীর ঠিকমতো কাজ করে না। শরীরের প্রতিক্রিয়া ও সমন্বয় খারাপ হয়ে যায়। যেমন মদ্যপ হয়ে গাড়ি চালানো ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। হয়তো কম্পিউটারে টাইপ করা তেমন ঝুঁকিপূর্ণ নয়, কিন্তু হাতে-কলমের কাজ বা এমন কাজ যেখানে মনোযোগ দরকার, সেখানে দীর্ঘ সময় কাজ করা ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কাজের বাইরেও অতিরিক্ত কাজ একটা সময় ছিলো যখন অফিস থেকে বের হওয়া মানেই কাজ শেষ। সময় এখন আর আগের মতো নেই। এখন কাজের বাইরেও কাজের মেসেজ দেখে উত্তর দিতে হয়। অনেকেই মনে করেন, এতে তারা অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে পারেন আবার পরিবারকে সময় দিয়েও কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন। ২০০৬ সালে বার্লিনের গবেষক ইয়ান টাওয়ার্সের একটি একাডেমিক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, মোবাইল প্রযুক্তি আসার পর থেকে ম্যানেজার ও সহকর্মীরা প্রত্যাশা করে যে কর্মীরা সবসময় কাজের জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

কিন্তু "অন কল" থাকা মানে কাজ থেকে মুক্ত হওয়া নয়, এবং আমাদের শরীর এই দুই অবস্থায় ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করে। ২০১৬ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, "অন কল" থাকা মানুষের কোর্টিসল হরমোনের (যা মানসিক বাড়ায়) স্তর সকালে দ্রুত বেড়ে যায়, এমনকি তারা দিনের শেষ পর্যন্ত কাজ না করলেও এর প্রভাব থাকে। সাধারণত ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে মানুষের কর্টিসলের মাত্রা বাড়তে থাকে। দিন যতো গড়ায় কর্টিসলের মাত্রা ততোই কমে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রতিদিন চাপে থাকলে হরমোনের চক্রে এর প্রভাব পড়ে। যদি আপনি দীর্ঘসময় ধরে চাপে থাকেন, হরমোন সবসময় বেশি থাকে। আর যদি অতিরিক্ত চাপের কারণে আপনার বার্নআউট হয়, তখন এই হরমোন ঠিক মতো বাড়ে না। ফলস্বরূপ, "অন কল" থাকা মানুষেরা কাজ থেকে মানসিকভাবে আলাদা হতে পারেন না। নিজের পছন্দমতো কাজ বা বিশ্রাম নিতে পারেন না।

যারা সবসময় "অন কল" থাকেন, তারা ভাবতেই পারেন না যে এই সময়টা আসলে তার নিজের। এভাবে মানসিক চাপ আরো বাড়ে। ফলে অন কলের দিনগুলোকে অবসর সময় ধরা যায় না। কারণ অবসর সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেওয়া। তবে আপনি যদি এই কাজটি করে আনন্দ পান, বা এ থেকে প্রমোশনের মতো বড় কোনো লাভ হতে পারে তাহলে এই অতিরিক্ত কাজ খুব একটা খারাপ বলা যাবে না। এক্ষেত্রে কাজের দুটি ধরণকে আলাদা করতে হবে। এই কাজ হয় আপনাকে শক্তি দেয়, নাহলে আপনার শক্তি নষ্ট করে।

তাই অতিরিক্ত কাজ করার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রশ্ন করুন, এই কাজ আপনাকে কি ধরণের সুবিধা দিচ্ছে? অনেক বেশি টাকা দিচ্ছে? কাজের পারফরম্যান্স অনেক সহজ করে দিচ্ছে? প্রমোশনের ক্ষেত্রে এগিয়ে রাখছে? এমনটা হলে কিছুটা বাড়তি সময় কাজ করাই যায় তবে সেটাও সীমা বজায় রেখে। মালিহা নূর সবে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেছেন, তিনি অফিসের বাইরেও বাড়তি কাজ করে সুবিধা পাওয়ার কথা বিবিসি বাংলাকে জানান। তিনি বলেন, 'চাকরি শুরুর পর থেকেই বুঝলাম এখানে সবার থেকে এগিয়ে থাকতে আমাকে বাড়তি কিছু করতে হবে। আমি অফিসের বাইরে কাজ সম্পর্কিত ব্লগ পড়ি, পডকাস্ট দেখি, আমি আলাদাভাবে ইংরেজি শিখছি। শুদ্ধ উচ্চারণ শিখছি, যাতে আমি অফিসে আরো আত্মবিশ্বাসী হতে পারি।' মালিহা মনে করেন, এই অতিরিক্ত কাজ তাকে অফিসের উচ্চপদস্থদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

কী করা উচিত? টানা দিনরাত কাজ করা বা একাধিক দিন টানা কাজ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এমনকি ইলন মাস্কের মতো মানুষের ক্ষেত্রেও নয়। মাস্কের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে শঙ্কার কারণে টেসলার শেয়ার আট দশমিক আট শতাংশ পড়ে যায়। তাই একে সতর্কবার্তা হিসেবে নিন। যদি আপনি একাধিক দিন পরপর কাজ করা এড়িয়ে যেতে পারেন, তবে তা করুন, টানা কাজ করলে কোনো লাভ নেই, না স্বাস্থ্যে, না মানসিকভাবে, না উৎপাদনশীলতায়। অনেক কর্মী অফিসের বাইরে, নিজের ব্যক্তিগত সময়ে ছোটখাটো কাজ করেন যাতে তারা এগিয়ে থাকতে পারেন। এই ধরনের অতিরিক্ত কাজ এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। টরন্টোর একটি আন্তর্জাতিক মার্কেটিং ম্যানেজার ভ্রমণ করতে গেলেও কাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হন না।

তিনি সরাসরি কাজ না করলেও, নিজের ব্যক্তিগত সময়ে টিমের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেন বা কাজ সম্পর্কিত অনেক পডকাস্ট শোনেন। এসব বিষয় কাজ মনে না হলেও এগুলো কাজ। আর এই অতিরিক্ত পরিশ্রম ধীরে ধীরে প্রত্যাশায় রূপ নিলে, কর্মীদের জন্য তা দূর করা কঠিন হয়ে যায়। ফলে কখনো পুরোপুরি ছুটি নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে পূর্ণ ছুটি কাটানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন গবেষকরা। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে চার দিন কাজ করলে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং কাজের পারফরম্যান্সও বাড়ে।

গবেষকরা বলছেন, অনেক দেশে মানুষ অতিরিক্ত কাজের চাপ, ক্লান্তি এবং পরিবারকে সময় দিতে না পাওয়ার কারণে নানা সমস্যায় পড়েন। সপ্তাহে চার দিন কাজ এই সমস্যা কমাতে সাহায্য করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের কাজের সময় কমানো হয়েছে, তারা বেশি সুস্থ থাকেন, ঘুমের সমস্যা থাকে না, ক্লান্তি ভর করতে পারে না। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে সেইসাথে কাজের প্রতি সন্তুষ্টি বাড়ে। যারা আট ঘণ্টার কম কাজ করেছেন, তারা সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছেন। সব মিলিয়ে, চার দিনের সপ্তাহ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং কর্মজীবনও ভারসাম্যপূর্ণ রাখে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

‘অপারেশন লোটাস’ নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ কেজরিওয়ালের, ‘বিশ্বাসঘাতকদের জবাব দেবে মানুষ’

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা-র নেতৃত্বে সাতজন সাংসদের দলত্যাগের পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল আম আদমি পার্টি (আপ)। দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব এই ঘটনাকে “বিশ্বাসঘাতকতা” আখ্যা দিয়ে জানিয়েছে, পঞ্জাবের মানুষ এই বিশ্বাসঘাতকদের কখনও ভুলবে না এবং ক্ষমাও করবে না।

আপের আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বলেন, বিজেপি আবারও পঞ্জাবের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল।

রাজ্যসভায় আপের নেতা সঞ্জয় সিং বিজেপির বিরুদ্ধে ‘অপারেশন লোটাস’ চালানোর অভিযোগ এনে বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর নেতৃত্বে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়েছে, বিশেষত পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের আগে।

দলত্যাগী সাংসদদের ‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দিয়ে সঞ্জয় সিং বলেন, যখনই আম আদমি পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে, পঞ্জাব ও দেশের মানুষ তার জবাব দিয়েছে। এবারও মানুষ এই প্রতারণার উপযুক্ত জবাব দেবে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, যে দলে কৃষকদের বিরুদ্ধে তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন পাশ করা হয়েছে, সেই দলে গিয়ে কি সততা ও ন্যায়ের কথা বলা যায়? যেখানে খুন, লুঠ, ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে, সেই দলে যোগ দিয়ে কি পরিবর্তনের কথা বলা যায়?

আপের মুখপাত্র অনুরাগ ধান্ডা এই ঘটনাকে “চরম বিশ্বাসঘাতকতা” বলে উল্লেখ করে বলেন, পঞ্জাবের মানুষ এর হিসাব নেবে।

অন্যদিকে, দলের পঞ্জাব শাখার সাধারণ সম্পাদক বলতেজ পান্নু অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিতভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে আপকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাঘব চাড্ডাকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের “হাতিয়ার” হিসেবে ব্যবহার করেছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে দেশের রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিহার বিধানসভায় আজ বিশেষ অধিবেশন, আস্থা ভোটে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): এনডিএ নেতৃত্বাধীন বিহার সরকার আজ বিশেষ অধিবেশনে আস্থা ভোটের মুখোমুখি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এই আস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পুনম সিনহা ইতিমধ্যেই অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। অধিবেশন শুরুর আগে স্পিকার প্রেমকুমার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে শান্তিপূর্ণভাবে কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরী ও বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব, ডেপুটি স্পিকার নরেন্দ্র নারায়ণ যাদবসহ একাধিক বিধায়ক।

উপমুখ্যমন্ত্রী তথা সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরী জানান, নতুন সরকার আস্থা প্রস্তাব আনবে এবং তা নিয়ে আলোচনা ও ভোটাভুটি হবে। তিনি বিধানসভায় নির্বিঘ্ন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এটি ১৮তম বিহার বিধানসভার দ্বিতীয় অধিবেশন। বিধানসভা সচিবালয় মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যসহ সব বিধায়কদের আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেছে। উল্লেখ্য, সম্রাট চৌধুরী গত ১৫ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যখন নিতীশ কুমার রাজ্যসভায় যান। সংবিধান অনুযায়ী নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে এই আস্থা ভোট জরুরি।

২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ ২০২টি আসন জিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, ফলে আস্থা ভোটের আগে সরকার বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

নতুন সরকার গঠনের পর মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, মন্ত্রিসভা সচিবালয়, দুর্নীতি দমন ও নির্বাচনসহ মোট ২৯টি দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরীর অধীনে জলসম্পদ ও সংসদীয় বিষয়সহ ১০টি দপ্তর এবং উপমুখ্যমন্ত্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদবের অধীনে শক্তি ও পরিকল্পনা-উন্নয়নসহ ৮টি দপ্তর রয়েছে।

তবে এখনও বিহার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ বাকি রয়েছে।

রাজস্থান বিধানসভায় ফের বোমা হামলার হুমকি, তল্লাশি জোরদার, জয়পুরে উচ্চ সতর্কতা

জয়পুর, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থান বিধানসভা-কে লক্ষ্য করে আবারও বোমা হামলার হুমকি ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার সকালে এই হুমকি পাওয়ার পরই গোটা এলাকায় জারি করা হয়েছে উচ্চ সতর্কতা এবং শুরু হয়েছে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, বিধানসভা সচিবালয়ে পাঠানো একটি অজ্ঞাত ই-মেলে দুপুর ১টার মধ্যে বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত জরুরি প্রোটোকল চালু করে প্রশাসন। সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভা চত্বর থেকে কর্মী, আধিকারিক ও দর্শনার্থীদের সরিয়ে নেওয়া হয় এবং মূল ফটকে কর্মীদের প্রবেশও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে এলিট কমান্ডো, বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ও অনুসন্ধানকারী দল (বিডিডিএস) এবং ডগ স্কোয়াড। বিধানসভার বাগান, পার্কিং এলাকা, করিডর, অফিস কক্ষ ও প্রধান অধিবেশন কক্ষজুড়ে চলছে বিস্তৃত তল্লাশি অভিযান। জয়পুর পুলিশ-এর শীর্ষ আধিকারিকরা সরাসরি এই অভিযানের তদারকি করছেন।

সাইবার সেলসহ তদন্তকারী সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই হুমকির ই-মেলের উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা শুরু করেছে। পাশাপাশি, বিধানসভা সংলগ্ন সমস্ত রাস্তা সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং জ্যোতি নগর ও আশপাশের এলাকায় কড়া নাকাবন্দি করে গাড়ি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেও একই ধরনের হুমকি পাওয়া গিয়েছিল, ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক পাচপদ্রা রিফাইনারি অগ্নিকাণ্ড এবং আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির প্রেক্ষিতে রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা আগেই জোরদার করা হয়েছিল।

পুরো এলাকা নিরাপদ ঘোষণা না করা পর্যন্ত কাউকেই বিধানসভা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে প্রশাসন। তবে এই হুমকি নিছক ভুয়ো, নাকি বড় কোনও ষড়যন্ত্রের অংশতা এখনও স্পষ্ট নয়।

শ্রীনগরের হোটেলে লিফট ভেঙে পড়ে আহত ৬ পর্যটক, সবাই স্থিতিশীল

শ্রীনগর, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরে এক হোটেলে লিফট ভেঙে পড়ার ঘটনায় অন্তত ৬ জন পর্যটক আহত হয়েছেন। শুক্রবার এই দুর্ঘটনার পর তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বেঙ্গালুরু থেকে আসা পর্যটকদের একটি দল হায়দারপোরা এলাকার হোটেল অ্যারিসন লাক্সারি-তে অবস্থান করছিলেন। সেখানেই হঠাৎ লিফট ভেঙে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতদের হাসপাতালে এ ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মূলত পা ও শরীরের নিচের অংশে আঘাত লেগেছে। চিকিৎসকদের মতে, সকলের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

আহতদের পরিচয় জানা গেছে ভেঙ্কটেশ (৬৫), ডি. মাঙ্গুলা (৫৪), কুশাল্লা (১৮), পঙ্কজা (১৬), ভেঙ্কটালক্ষ্মাম্মা (৬০) এবং সৌভাগ্য (৬০)। সকলেই বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। কী কারণে লিফটটি ভেঙে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হোটেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গরমের সময় সমতল এলাকা থেকে বহু পর্যটক কাশ্মীরে ভিড় করছেন। বর্তমানে উপত্যকায় দিনের গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ভ্রমণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ মদ কেলেঙ্কারি: পাঁচ অভিযুক্তের বাড়িতে ইডি-র তল্লাশি, জোরদার তদন্ত

বিজয়ওয়াড়া, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): অন্ধ্রপ্রদেশের বহুল আলোচিত মদ কেলেঙ্কারির তদন্তে গতি আনতে ইডি শুক্রবার একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। হায়দরাবাদ, বিজয়ওয়াড়া ও তিরুপতিতে মোট পাঁচ অভিযুক্তের বাড়ি, অফিসসহ বিভিন্ন স্থানে একযোগে এই অভিযান চালানো হয়।

তল্লাশি চালানো হয়েছে ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি-র বর্ণনা প্রক্তন বিধায়ক চেভিরেড্ডি ভাস্কর রেড্ডি, মূল অভিযুক্ত কেশিরেড্ডি রাজশেখর রেড্ডি, ভারতী সিমেস-এর ডিরেক্টর বালাজি গোবিন্দপ্পা, কৃষ্ণ মোহন ও ধনেঞ্জয় রেড্ডির বিভিন্ন প্রাঙ্গণে।

ইডি সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-এর রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই অভিযান শুরু হয়েছে। এর আগে ৯ মার্চ কৃষ্ণ মোহন ও ধনঞ্জয় রেড্ডিসহ চার অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। কৃষ্ণ মোহন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি-র বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওএসডি) ছিলেন, আর ধনঞ্জয় রেড্ডি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের সচিব হিসেবে কাজ করেছেন।

ইডি ইতিমধ্যেই মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় প্রায় ৪৪১.৬৩ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে কেসিরেড্ডি রাজশেখর রেড্ডি, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সম্পদ।

অভিযোগ অনুযায়ী, এই কেলেঙ্কারিতে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের কোষাগারে। তদন্তে উঠে এসেছে, বিভিন্ন ডিস্টিলারি থেকে নগদ, সোনা ও অন্যান্য উপায়ে প্রায় ১, ০৪৮.৪৫ কোটি টাকার ‘কিকব্যাক’ সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই অর্থ হায়দরাবাদের একাধিক জায়গায় জমা রাখা হতো এবং পরে তা বিভিন্নভাবে বণ্টন বা সরিয়ে ফেলা হত।

ইডি আরও জানিয়েছে, এই অবৈধ আয় মূলত স্থাবর সম্পত্তি কেনা ও ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের অনেকেই এই অর্থ গোপন বা অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে।

ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং আরও তথ্য সামনে আসার অপেক্ষা রয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অপসারণের দাবি, রাজ্যসভায় বিরোধীদের নোটিস

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজ্যসভার মোট ৭৩ জন বিরোধী সাংসদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর অপসারণের দাবিতে নোটিস জমা দিয়েছেন। এই মর্মে রাজ্যসভার সচিব-জেনারেলের কাছে প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে পাঠানো এই প্রস্তাবে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ১৫ মার্চ ২০২৬ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজ ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সিইসি “প্রমাণিত অসদাচরণ”-এ লিপ্ত হয়েছেন। বিরোধীদের দাবি, এসব কর্মকাণ্ড সংবিধানবিরোধী এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী।

নোটিসে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৪(৫) এবং অনুচ্ছেদ ১২৪(৪), পাশাপাশি ২০২৩ সালের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, পরিষেবা শর্ত ও কার্যকাল) আইন-এর ধারা ১১(২) এবং ১৯৬৮ সালের বিচারক (তদন্ত) আইন-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

বিরোধীদের মতে, এই আইনি কাঠামোগুলিই সিইসি-র বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার ভিত্তি প্রদান করে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে মোট নয়টি নির্দিষ্ট অভিযোগ বিস্তারিতভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান পদে সিইসি-র বহাল থাকা “সংবিধানের উপর আঘাত” এবং “চরম লজ্জাজনক”। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বার্থে কাজ করতেই তিনি পদে বহাল রয়েছেন।

বিরোধীদের এই পদক্ষেপকে একটি বিরল ও গুরুতর রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে, কারণ প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ একটি অসাধারণ প্রক্রিয়া, যার জন্য সংসদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ প্রয়োজন।

বিরোধীদের দাবি, আনা অভিযোগগুলি “অস্বীকার বা ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব নয়”।

এই ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শাসক দল এই প্রস্তাবকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে খারিজ করতে পারে বলেই অনুমান। তবে বিরোধীরা দাবি করেছে, বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সাংবিধানিক জবাবদিহি এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতার সঙ্গে জড়িত।

এখন রাজ্যসভার সচিবালয় এই নোটিসটি পরীক্ষা করবে এবং সংসদীয় প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হলে সিইসি-র কার্যকলাপ নিয়ে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হতে পারে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধীদের পক্ষ থেকে বারবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যার প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বঙ্গ ভোটের প্রথম দফায় ১৫২টির মধ্যে ১১০ আসনে জয়ের দাবি শাহের

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় বড়সড় জয়ের দাবি করল ভারতীয় জনতা পার্টি। দলের শীর্ষ নেতা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার জানান, ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটে ১৫২টি আসনের মধ্যে অন্তত ১১০টিতে জয়ী হবে বিজেপি।

কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, “বৃহস্পতিবার রাতভর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা এই হিসাব করেছি। ১৫২টি আসনের মধ্যে অন্তত ১১০টিতে, যদি না তারও বেশি, বিজেপি প্রার্থীরা জিতবেন। আমরা স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করব।”

ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে শাহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ‘ভয় থেকে আশার পথে’ যাত্রা শুরু করেছেন। পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের কর্মী এবং রাজ্য পুলিশের ভূমিকাও প্রশংসা করেন। তাঁর দাবি, বহু বছর পর এই দফায় ভোটে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে উদ্দেশ করে শাহ ইঙ্গিত দেন, পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী একজন ‘খাঁটি বাঙালি’ হবেননিনি বাংলায় কথা বলেন এবং বাংলা মাধ্যমেই পড়াশোনা করেছেন।

দ্বিতীয় দফার ভোট (২৯ এপ্রিল) প্রসঙ্গে শাহ জানান, বাকি ১৪২টি আসনের মধ্যে অন্তত ৭৭টিতে জয়ের লক্ষ্য নিয়েছে বিজেপি। তিনি বলেন, “সরকার বিজেপি বানায় না, মানুষ বানায়। এবারের বাংলায় আমি একপ্রকার সুনামি দেখতে পাচ্ছি।”

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াই এ বার অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত।

জ্বালানি নিরাপত্তা ও সরবরাহ শৃঙ্খল জোরদারে ভারত-ভিয়েতনাম সফর: দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি

নয়াদিল্লি/হ্যানয়, ২৪ এপ্রিল(আইএএনএস): লি জে মিয়ং-এর সাম্প্রতিক ভারত ও ভিয়েতনাম সফর বিশ্ববাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল মজবুত করার ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার কৌশলগত অগ্রাধিকারকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

ছয় দিনের এই সফর শেষে শুক্রবার দেশে ফেরেন তিনি। সফরকালে ভারত ও ভিয়েতনাম-এর শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান-এর মধ্যে চলমান সংঘাতের ফলে জ্বালানি সরবরাহে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এতে হরমুজ প্রণালী-র মতো গুরুত্বপূর্ণ রুট নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে, যা দক্ষিণ কোরিয়ার তেল আমদানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নয়াদিল্লিতে নরেন্দ্র মোদি-র সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, জ্বালানি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অর্থনীতি এবং জাহাজ নির্মাণ খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে, সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি উন্নত করার লক্ষ্যে আলোচনা ত্বরান্বিত করার কথাও জানানো হয়, যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা যায়।

এই বৈঠকের পাশাপাশি মোট ১৫টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বিশেষ করে জাহাজ নির্মাণ খাতে যৌথভাবে শিপইয়ার্ড নির্মাণের পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। হ্যানয়ে তো লাম-এর সঙ্গে বৈঠকে জ্বালানি, অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে একমত হন দুই নেতা। মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে সরবরাহ শৃঙ্খল স্থিতিশীল রাখতে সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য ভিয়েতনাম একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। দুই দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এই সফরে মোট ১২টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যার মধ্যে জ্বালানি, অবকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং পরিবহন খাত অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি ভিয়েতনামের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচি পুনরুজ্জীবনে দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতার সম্ভাবনাও আলোচনায় উঠে এসেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই সফর দক্ষিণ কোরিয়ার ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এসসি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ৭,৯৮১ কোটি টাকা বিতরণ, উপকৃত ৭৫ লক্ষের বেশি মানুষ

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তফসিলি জাতি (এসসি) সম্প্রদায়ের ৭৫ লক্ষেরও বেশি উপভোক্তার মধ্যে মোট ৭, ৯৮১.৪৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে কেন্দ্র সরকার। সমাজ ন্যায় ও ক্ষমতায়ন বিভাগ-এর অধীন বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্রিক প্রকল্পের মাধ্যমে এই অর্থ দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

বিবৃতি অনুযায়ী, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি প্রকল্পে ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এসসি ও অন্যান্যদের জন্য প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপে ২১ শতাংশ, পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপে ১১.২৩ শতাংশ এবং টপ ক্লাস এডুকেশন স্কলারশিপে ১৩.৫ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়া, লক্ষ্যভিত্তিক এলাকায় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ‘শ্রেষ্ঠ’ প্রকল্পেও গত অর্থবর্ষের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি ব্যয় হয়েছে।

অন্যদিকে, জাতীয় সাফাই কর্মী অর্থ ও উন্নয়ন নিগম (এনএসকেএফডিসি) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৯,৪৪৮ জন উপভোক্তার মধ্যে ২২৩.৪৭ কোটি টাকার স্বল্পসুদে ঋণ বিতরণ করেছে, যার মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশই মহিলা। গড় ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭,০০০ টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ১৬.৬৭ শতাংশ বেশি।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের অক্টোবর থেকে কার্যকর এই সংস্থা সাফাই কর্মী, বর্জ্য সংগ্রাহক, ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার এবং তাঁদের পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৩,৩৪০.৬৭ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে, যার মাধ্যমে ৬.০৮ লক্ষের বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

সরকারি সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তর শুধু এসসি নয়, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি), প্রবীণ নাগরিক, মাদকাসক্তির শিকার ব্যক্তি, ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়, ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত মানুষ, ডিনোটিফাইড ও যাযাবর জনগোষ্ঠী এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির (ইডব্লিউএস) উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

ভারত-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে ২৭ এপ্রিল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর, বাড়বে বাজারে প্রবেশাধিকার

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত ও নিউজিল্যান্ডের আগামী সোমবার (২৭ এপ্রিল) একটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর করতে চলেছে। এই চুক্তির ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক আরও জোরদার হবে এবং বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়বে বলে জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে তিনি জানান, “আমরা সোমবার ভারতের সঙ্গে একটি ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করব।” এক ভিডিও বার্তায় লাক্সন বলেন, এই চুক্তি বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের রপ্তানিকারকদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করবে, বিশেষত নৌযানে ব্যবহৃত মেরিন জেট সিস্টেম প্রস্তুতকারকদের জন্য, যা ইতিমধ্যেই ৭০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হয়।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে ভারতীয় বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপিত রয়েছে। এই এফটিএ সেই বাধা ধীরে ধীরে কমাবে, ফলে রপ্তানির প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং বাণিজ্য প্রবাহ আরও বৃদ্ধি পাবে।

নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্য ও বিনিয়োগমন্ত্রী টড ম্যাকক্লে বলেন, এই চুক্তি “এক প্রজন্মে একবারের সুযোগ” এবং এটি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। তিনি জানান, চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা সংসদীয় পর্যালোচনার জন্য উত্থাপন করা হবে, যাতে জনসাধারণের মতামত নেওয়া যায়।

এই এফটিএ কার্যকর হলে দুই দেশের মধ্যে বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে এই ধরনের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কাজের সন্ধান

আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে জীবন বীমায় উঁচু পদে চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। এল.আই.সি. বা জীবন বীমায় হাউজিং ফিনান্স বিভাগে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুনে, আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে পরীক্ষা কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে ১৮০ জন নিয়োগ হচ্ছে এল.আই.সি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেডে। তবে এর আগে প্রার্থীদের অবশ্যই এলআইসি হাউজিং-এর ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে নাম সহ বিস্তারিত বায়োডেটা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে। যথাসময়ে আবার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এডমিট কার্ডও বের করে নিতে হবে। অনলাইনে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় মূল প্রমানপত্রের সাথে এডমিট কার্ডও নিয়ে যাবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউটের কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল।

এল আই সি বা লাইফ ইন্স্যুরেন্স হাউজিং বিভাগে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৪-২০২৬-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন সহ এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিই, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের আধিক্য থাকলে, অভিজ্ঞতা থাকলে বা কম্পিউটার জানা থাকলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এলআইসি'র নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ, অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার, থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে হোয়াটস্অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। একটাই পরীক্ষা, ২০০টি প্রশ্ন, ২০০ নম্বরের, সময় ২ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক প্রিলিমিনারি পরীক্ষা জুনের প্রথম সপ্তাহে। তারিখ এখনও স্থির হয়নি। প্রার্থী সংখ্যা বেশি হলে দুই দিনও পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১০ দিন আগে, অর্থাৎ জুনের প্রথম সপ্তাহে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

এসএসবি-তে কনস্টেবল থেকে এস.আই মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু, হাজার চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। দরখাস্তের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। কর্মপ্রার্থী তরুণ-তরুণীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে। সশস্ত্র সীমা বলে সহস্রাধিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি তিনটি ধাপে প্রকাশিত হয়েছে। দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৪ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এসএসবি-তে কনস্টেবল, এসআই, হেড কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মোট শূন্যপদ ঃ ১,১১১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, স্কিল টেস্ট, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কনস্টেবল কুক, ওয়াশারম্যান, বারবার, সাফাইওয়ালা, ওয়াটার ক্যারিয়ার, ড্রাইভার এবং এসআই, হেড কনস্টেবল, ইত্যাদি পদে ১,১১১ জন ট্রেডসম্যান নেবে সশস্ত্র সীমাবলে। এগুলি গ্রুপ-সি কম্যান্ডিজড নন-গেজেটেড (নন-মিনিস্টেরিয়াল) পদ। মূল মাইনে লেভেল ফোর অনুযায়ী ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা, মূল মাইনে লেভেল থ্রি অনুযায়ী ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা, সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা। নিয়োগ বা বদলি হতে পারে দেশে বা দেশের বাইরে যে-কোনও জায়গায়। এই চাকরি পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্যই।

মাধ্যমিক পাশের পর সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা (বা) ১ বছরের আইটিআই সার্টিফিকেট সহ ১ বছরের অভিজ্ঞতা) বা ২ বছরের আইটিআই ডিপ্লোমা যাঁদের আছে তাঁরা ২০-০৪-২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৭-এর মধ্যে বয়স ও নিচের মতো শারীরিক মান থাকলে আবেদন করতে পারেন। কোনও ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধসীমা ১৮-৩০ বছর। শারীরিক মান দরকার লম্বা অন্তত ১৬৭.৫ সেমি (পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের ১৬৫ সেমি, উপজাতি শ্রেণির জন্য ১৬২.৫ সেমি), বুকের ছাতি স্বাভাবিক অবস্থায় ৭৮ সেমি, ফুলিয়ে ৮৩ সেমি (উপজাতিদের জন্য যথাক্রমে ৭৬ বাই ৮১ সেমি)। ওজন হতে হবে উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি চশমা ছাড়া ৬/৬ ও ৬/৯ মানের। ভাঙ্গা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা চাউনি ইত্যাদি ত্রুটি থাকলে এই চাকরিতে আবেদন করা যাবে না। সুস্থ-সবল ও মানসিক দৃঢ়তা থাকাটাও এই চাকরির পক্ষে আবশ্যক। কোনও কোনও পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধসীমা ২৩ এবং ২৫ বছর। বিস্তারিত বিজ্ঞাপন থেকে দেখে নিতে হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৪ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৪ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার, থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে দরখাস্তের কম্পিউটার জেনারেটেড প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড বা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

আইটিআই পাশ করা না হলেও আবেদন করতে পারেন, তবে আইটিআই সার্টিফিকেটধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। প্রার্থীবাছাই হবে বহুপ্রশ্নী পরীক্ষা, ট্রেডের শারীরিক মান যাচাই, সফল হলে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট (ডুব্রব), সফল হলে লিখিত পরীক্ষা, তারপর সফল হলে ট্রেড টেস্ট ও সবশেষে ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। পিইটিতে থাকবে: ছেলেদের ক্ষেত্রে ২৪ মিনিটে ৪.৮ কিমি দৌড়, মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ মিনিটে ২.৪ কিমি দৌড়। এতে সফল হলে, ১০০ নম্বরের ২ ঘন্টার অবজেক্টিভ টাইপের লিখিত পরীক্ষা। তাতে থাকবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল নলেজ, বুনিয়াদি অঙ্ক, বিশ্লেষণী দক্ষতা, ইংরিজি। হিন্দির ক্ষেত্রে বিশ্লেষণী পরীক্ষার ন্যূনতম সাফল্যমান ৩৫ শতাংশ (তফশিলি ও ওবিসিদের জন্য ৩৩ শতাংশ) নম্বর। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ৭৫ নম্বরের ট্রেড টেস্ট। পদ অনুযায়ী ট্রেড টেস্টগুলি আয়োজন করা হবে। ট্রেড টেস্টে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কাজ অনুযায়ী। টেস্টের বিষয় নির্বাচন করবেন বোর্ড অফ অফিসার্স। ট্রেড টেস্টে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর তুলতেই হবে, যদিও এই নম্বর মেধাতালিকায় যোগ হবে না। সব শেষে বিশেষ ডাক্তারি পরীক্ষা করে মেরিট লিস্ট অনুযায়ী চাকরিতে ডাকা হবে। পরীক্ষার হ্যাল-কাল পরে অ্যাডমিট কার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু অনলাইনে চিঠি পাঠানো হবে না, সবই জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। পরীক্ষার ডাক পেলে সেখানে ৬-৭ দিন নিজখরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাক্তন সেনা কর্মীদের জন্য কিছু ছাড় থাকবে, পরীক্ষা হবে নিয়মানুসারে।

মোট শূন্যপদের মধ্যে-অসংরক্ষিত ৩৮০টি, ইডব্লিওএস ৬৪টি, ওবিসি ১৯১টি, এসসি ১২৮টি, এসটি ৬১টি সংরক্ষিত। হেড কনস্টেবল ২৩০টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০০টি, ইডব্লিওএস ২০টি, ওবিসি ৬৯টি, এসসি ২৭টি, এসটি ১৯টি সংরক্ষিত। সাব-ইন্সপেক্টর ৫১টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৩টি, ইডব্লিওএস ২টি, ওবিসি ৯টি, এসসি ৯টি, এসটি ৩টি সংরক্ষিত। এভাবে সব ক'টি পদের বিশদ বিভাজন পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর, টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মে-জুনে, তবে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্যুরিস্ট অফিসার (ত্রিপুরা)**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অপারেটর ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চম্যাামিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ,
বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক/ বিএসসি ... ইত্যাদি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, গেইট স্কোর থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কার (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
প্রাথমিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট (এন.আই.সি),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলা সহ সারা দেশে ২০টি বড় শহরে, তবে ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (এল.আই.সি. ফিনান্স),**
শূন্যপদ ঃ ১৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুনে, আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে পরীক্ষা কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (বিএসএনএল)**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ পুনরায় ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ওভারশিয়ার (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৫৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে),**
এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৩০০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে,
জুনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল, এস.আই (এস.এস.বি),**
শূন্যপদ ঃ ১,১১১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এমটিএস অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ, মাধ্যমিক থেকে শুরু

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য অবশ্যই অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। এখন থেকে ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠানোর কোনও পদ্ধতি নেই। অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ৪ মে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশের বিভিন্ন দপ্তরে মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে পৃথক পৃথক যোগ্যতায় ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট ইত্যাদি মোট ৩,০০৩টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হচ্ছে। বাছাই প্রক্রিয়ার ধাপ দু'টি। প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, পরে পার্সোনাল ইন্টারভিউ। কিন্তু সবার আগে যা প্রয়োজন, সেটা হলো সঠিকভাবে দরখাস্ত করা। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ যেমন সহজ, তেমনি নিশ্চিত। রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পাসওয়ার্ড সমস্ত কিছুই দেয়া হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে বলেই, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে অনলাইনে নিখুঁতভাবে ফিলাপের কথা বলা হচ্ছে। প্রয়োজনে এক কপি ছবি নিয়ে আমাদের দপ্তরে যোগাযোগ করে, হাতে-কলমে দেখে নেওয়ারও সুযোগ রয়েছে। মোদ্দাকথা, ত্রিপুরা সহ সারা দেশ থেকে ৩,০০৩ জন ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট ইত্যাদি ৪৮টি গ্রুপে, ৩৮২টি বিষয়ে পুরুষ ও মহিলা নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য এবারও পরীক্ষা নেবেন এস এস সি বা স্টাফ সিলেকশন কমিশন। মূল মাইনে কেন্দ্রীয় পে কমিশন মোতাবেক ন্যূনতম ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা বেতনক্রম অনুসারে। সঙ্গে অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। পদ অনুযায়ী বেতনক্রমও ভিন্নতর রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরগুলোতে মোট ৩,০০৩টি পদে নিয়োগের মধ্যে নিজ নিজ রাজ্য থেকেও বেশ কিছু শূন্যপদে নিয়োগ হবে। এর মধ্যে জেনারেল, এসসি, এসটি ও ওবিসি পর্যায়ের পদ পৃথক পৃথকভাবে রয়েছে। মেয়েদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু পদ। আবেদনের আগে জোন, দপ্তর, পদের নাম ও ক্যাটেগরি অনুযায়ী শূন্যপদের বিস্তারিত দেখে আপনার যোগ্যতার মাপকাঠি যাচাই করে তবেই ফর্ম ফিলাপ করবেন।

সামগ্রিকভাবে সারা দেশের হিসেবে মোট ৩,০০৩টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৪৬টি, এসটি'র জন্য ১৮৫টি, ওবিসি'র জন্য ৬৬৭টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৭১টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৫৩৪টি পদ অসংরক্ষিত। এবং ১৫৪টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য এবং ১০১টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্যও ১১৯টি পদ সংরক্ষিত। শূন্যপদের মধ্যে (১) স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-টু ২টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ২৭ বছর, লেভেল ৬ (২) ল্যাবরেটরি এটেন্ড্যান্ট - ১টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক, বয়স ১৮ - ২৭ বছর, লেভেল ২ (৩) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ভেহিকল - ৭০টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (৪) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুপমেন্ট - ১১টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (৫) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রনিক্স- ৭৫টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (৬) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, মেটাল এক্সপ্লসিভ - ১টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (৭) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, মেটাল এক্সপ্লসিভ, মেটালার্জি - ১৩টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (৮) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, আর্মামেন্ট, ওয়েপনস - ১২টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (৯) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, আর্মামেন্ট, স্মল আর্মস - ১০টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (১০) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, আর্মামেন্ট, ইন্সট্রুমেন্টস - ১৯টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (১১) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, আর্মামেন্ট, এমুনিশন - ১৯টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (১২) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, স্টোর, জেনটেক্স - ৮টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (১৩) সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, মেটাল এক্সপ্লসিভ - ২০টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (১৪) সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, মেটাল এক্সপ্লসিভ, মেটালার্জি - ৩টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬ (১৫) সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর কেমিস্ট্রি - ৫টি, যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮ - ৩০ বছর, লেভেল ৬। এধরনের পদের নাম, রাজ্য ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা, যোগ্যতা, বয়স সীমা ইত্যাদি আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নেবেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্জাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ৪ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৪ মে। এককথায়, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম, খরচও কম হয়। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ডকুমেন্টস জেরক্স করে পাঠাতে হয় না, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীবাছাই হবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে জুন-জুলাই মাসের মধ্যে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য সম্ভাব্য পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে আগরতলার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে কাঁর কবে এবং কোথায় পরীক্ষা নেওয়া হবে, তা জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে। পরীক্ষার ৭ দিন আগে কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। প্রশ্নপত্র হবে ২০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের, প্রশ্ন সংখ্যা ১০০টি। এতে থাকবে ৪ পেপার। প্রতিটিতে ২৫টি করে প্রশ্ন থাকবে। সময় ১ ঘন্টা। পেপারগুলি হল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টি টিউড, জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস। জেনারেল ইংলিশ ছাড়া সব প্রশ্নই হবে ইংরিজি-হিন্দিতে দ্বিভাষিক। সব পেপারেই আলাদা-আলাদা ভাবে সফল হতে হবে। নেগেটিভ মাকিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.৫০ নম্বর অর্থাৎ ২টি ভুলের জন্য ১ নম্বর খোয়াতে হবে। ১ ঘন্টা বা ৬০ মিনিটের পরীক্ষা হলেও লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট কিছু সময় অতিরিক্ত পাবেন।

দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* কর্পোরেট সেক্টরে **সুপারভাইজর, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মে-জুনে, তবে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ত্রিপুরায় পর্যটন দপ্তরের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্যুরিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অপারেটর ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চম্যামিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ, বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক/ বিএসসি ... ইত্যাদি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, গেইট স্কোর থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে **ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ , বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এন.আই.সি-তে **সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলা সহ সারা দেশে ২০টি বড় শহরে, তবে ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* এল.আই.সি ফিনান্সে **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুনে, আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে পরীক্ষা কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* বিএসএনএল-এ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ পুনরায় ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **টেকনেশিয়ান, ওভারশিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৩০০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে, জুনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে। * এস.এস.বি-তে **কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল, এস.আই** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,১১১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

দিল্লি দাঙ্গা মামলা: ইশরাত জাহানের জামিন বাতিলের আবেদন খারিজ হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল(আইএএনএস): ২০২০ সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লি দাঙ্গা সংক্রান্ত মামলায় প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলর ইশরাত জাহান-এর জামিন বাতিলের আবেদন খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট।শুক্রবার দিল্লি পুলিশের করা আবেদন খারিজ করে বিচারপতি নবীন চাওলা ও বিচারপতি রবীন্দর দুদেজার ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, জাহানকে জামিন দেওয়ার পর চার বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে এবং এই সময়ের মধ্যে জামিনের শর্ত লঙ্ঘনের কোনও অভিযোগ ওঠেনি। আদালত স্পষ্ট করে জানিয়েছে, "আমরা মামলার মূল বিষয়বস্তুর উপর কোনও মতামত দিচ্ছি না।"

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দাঙ্গার 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র'-এর অভিযোগে জাহানকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএএ)(ইউএপিএ), ভারতীয় দণ্ডবিধি, আর্মস অ্যাক্ট এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্টের আইনে মামলা দায়ের হয়।

পরবর্তীতে ২০২২ সালের ১৪ মার্চ কারকারদুমা আদালত তাঁকে নিয়মিত জামিন দেয়। দিল্লি পুলিশ তাদের আবেদনে দাবি করেছিল, ট্রায়াল কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উপেক্ষা করেছে এবং পরিকল্পিত সহিংসতার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ভুলভাবে জামিন মঞ্জুর করেছে।তবে হাইকোর্ট এই যুক্তি মানতে নারাজ হয়ে জানায়, গত চার বছরে জামিনের শর্ত ভঙ্গের কোনও প্রমাণ নেই, ফলে জামিন বাতিলের প্রশ্ন ওঠে না।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ট্রায়াল কোর্ট জাহান-সহ একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, বেআইনি জমায়েত ও খুনের চেষ্টার মতো অভিযোগে চার্জ গঠন করে। একই বছরের এপ্রিলে একটি স্থানীয় আদালত তাঁর জামিনের শর্ত শিথিল করে, যাতে তিনি জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের বাইরে আইন পেশা চালাতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে গাফিলতির অভিযোগে পুলিশ আধিকারিক সাসপেন্ড, কড়া পদক্ষেপ ইসির

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): নির্বাচন চলাকালীন দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসি সন্দীপ সরকারকে সাসপেন্ড করল ইসি। বৃহস্পতিবার রাতে জারি হওয়া নির্দেশে তাঁকে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইসি সূত্রে জানা গেছে, এই সিদ্ধান্ত মূলত দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগের ভিত্তিতেই নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব দুশ্যন্ত নারিয়ালাকে কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই পদে অবিলম্বে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। শুধু সাসপেনশনই নয়, সন্দীপ সরকারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নির্দেশও দিয়েছে কমিশন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, শুক্রবার হিঙ্গলগঞ্জে জনসভা করার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র। তার আগেই এই পদক্ষেপ নিল ইসি।

জানা গেছে, হিঙ্গলগঞ্জে আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে। তার আগে আইনশৃঙ্খলা জোরদার করা এবং নজরদারি বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে একাধিক আমলা ও আইপিএস আধিকারিকদের বদলি ও অপসারণ করছে নির্বাচন কমিশন। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাঁদের সরানো হয়েছে, তাঁদের কোনওভাবেই নির্বাচনী কাজে যুক্ত করা যাবে না।

উল্লেখ্য, রাজ্যের ১৪২টি আসনে দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২৯ এপ্রিল এবং ফল ঘোষণা করা হবে ৪ মে। প্রথম দফার ভোটে প্রায় ৯৩ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা নজিরবিহীন বলে মনে করা হচ্ছে।

PNIeT No: 08/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 20/04/2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES / Railway for the following work through e-procurement portal: Mtc. of Govt. residential building during the year 2025- 26/SH:- Repairing / Maintenance of building portion(in and out) including wood work, painting, roof grading, water supply, sanitary installations and other allied works at different type quarters in the premises of 79 tilla Govt. qtr. complex and Bhallukiya Tilla Govt. qtr. Complex, Agartala. / Hiring of Vehicle I(one) Maruti (OMNI/EECO) Van not before manufacturing year-2018, in good working condition, with commercial registration of the vehicle along with 1 (one) driver for the use of Assistant Engineer, Central-I Sub- Division, PWD(Building), Kunjaban, Agartala during the year 2026-27 (2nd call).
The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available
in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET NO: 01/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Estimated Cost: 2,43,750.00, Earnest Money: 4,875.00 and
Time for completion: 300 days
Last date & time for online Bidding: 28/04/2026 upto 3:00 PM

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.
ICA/C-134/26

PNIeT No: 13/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 20/04/2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: Routine maintenance of Lok Bhavan building during the year 2026-27 under PWD Capital Complex Sub-Division-I, Kunjaban Extension, Agartala/ Group-I. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET No: 13/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Estimated Cost: 9,70,597.00, Earnest Money: 19,412.00 and
Time for completion: 180 (One Hundred Eighty) days
Last date & time for online Bidding: 28/04/2026 upto 3:00 PM

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD (Buildings)
Agartala, West Tripura.
ICA/C-139/26

PNIT NO:- 03/EE/RD/SNMD/2026-27, Dt. 22/04/2026

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 28/04/2026 for 2 (Two) no(s). Electrification work amounting to Rs 24,59,433.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406541
ICA/C-144/26

PNIT NO: e-PT-05/W/EE/RDAD/2026-27 Dt. 23/04/2026

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 30/04/2026 for 3 (Three) no works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD. Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala
ICA/C-152/26

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA,
Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 04/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated: 22/04/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET NO	Estimated Cost	Earnest Money	Time Of Completion
1	Development of water body at backside of Newstar Club under Ward No-18, AMC. **D.N.I.E.T No.10/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 1,42,85,327/	Rs.2,85,707/-	540(Five Hundred forty)) Days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **28-04-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid: **28-04-2026 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

এআই যুগে বড় ধাক্কা চাকরি কাটছাঁটে নামছে মেটা ও মাইক্রোসফট

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিপুল বিনিয়োগের জেরে বড়সড় পুনর্গঠনের পথে হাঁটছে প্রযুক্তি জায়ান্ট মেটা প্ল্যাটফর্ম ও মাইক্রোসফট। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার আইটি চাকরি হারিয়ে যেতে পারে।

রিপোর্টে জানা গেছে, মার্ক জাকারবার্গ-এর নেতৃত্বাধীন মেটা প্রায় ১০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করেছে, যা প্রায় ৮,০০০ চাকরির সমান। আগামী ২০ মে থেকে এই ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। পাশাপাশি, সংস্থাটি প্রায় ৬,০০০ শূন্য পদ আর পূরণ করবে না বলেও জানিয়েছে।

অন্যদিকে, মাইক্রোসফ তাদের মার্কিন কর্মীদের একটি অংশকে স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার (বাইআউট) প্রস্তাব দিয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ৭ শতাংশ কর্মী এই স্কিমের আওতায় পড়তে পারেন, যা প্রায় ৮,৭৫০ জন কর্মীর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

এই পদক্ষেপের মূল কারণ হিসেবে এআই অবকাঠামোবিশেষত ডেটা সেন্টার ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিতেবড় অঙ্কের বিনিয়োগকে ধরা হচ্ছে। মাইক্রোসফট ইতিমধ্যেই জাপান ও অস্ট্রেলিয়া-সহ বিভিন্ন দেশে এআই-সংক্রান্ত ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণের ঘোষণা করেছে।

একইভাবে, মেটাও চলতি বছরে রেকর্ড পরিমাণ মূলধনী ব্যয়ের পরিকল্পনা করেছে এবং গত কয়েক মাসে একাধিক বহু-বিলিয়ন ডলারের এআই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।উল্লেখ্য, গত দুই বছর ধরেই এই দুই সংস্থা ব্যয় কাঠামো পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে একাধিক দফায় কর্মী ছাঁটাই করেছে, যাতে এআই খাতে বাড়তি বিনিয়োগ সামলানো যায়।

মেটার চিফ পিপল অফিসার জ্যানেল গেইল এক অভ্যন্তরীণ বার্তায় জানিয়েছেন, সংস্থার কার্যক্ষমতা বাড়ানো এবং নতুন বিনিয়োগের ভারসাম্য রক্ষা করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, মাইক্রোসফটের চিফ পিপল অফিসার অ্যামি কোলম্যান কর্মীদের উদ্দেশে জানান, দ্রুত পরিবর্তনশীল অগ্রাধিকারের সঙ্গে তাল মেলাতেই সংস্থাকে আরও সরল ও কার্যকর কাঠামোর দিকে এগোতে হচ্ছে।এদিকে, কেপিএমজি-ও তাদের মার্কিন অডিট পার্টনারদের প্রায় ১০ শতাংশ কমানোর পরিকল্পনা করেছে, যেখানে স্বেচ্ছায় আগাম অবসর নেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।মাসের শেষে মেটা ও মাইক্রোসফট তাদের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করতে চলেছে, যা এই পরিবর্তনের প্রভাব আরও স্পষ্ট করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিহার বিধানসভায় আস্থা ভোটে তেজস্বীর তোপ, রাজ্যের আর্থিক সংকট নিয়ে প্রশ্ন

পাটনা, ২৪ এপ্রিল(আইএএনএস): বিহার বিধানসভায় আস্থা ভোটের বিতর্কে বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব তীব্র আক্রমণ শানালেন সম্রাট চৌধুরী নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের কোষাগার প্রায় শূন্য এবং আর্থিক পরিস্থিতি চরম সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে।

তেজস্বী যাদব দাবি করেন, বিহারের ওপর প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা চাপেছে। তাঁর কথায়, এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, পেনশন প্রদানের মতো মৌলিক দায়িত্বও সঠিকভাবে পালন করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

রাজনৈতিকভাবে শাসক জোটকে নিশানা করে তিনি নীতীশ কুমার-এর প্রচারিত স্লোগান "২০২৫ সে ৩০, ফির সে নীতীশ"---কে বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, বিজেপি আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ঘোষণা না করায় রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

তেজস্বী আরও বলেন, গত পাঁচ বছরে পাঁচবার সরকার বদল হওয়ায় বিহার এখন "রাজনৈতিক পরীক্ষাগার"-এ পরিণত হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও এনডিএ স্থিতিশীল শাসন দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ব্যক্তিগত কটাক্ষও করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে কটাক্ষের সুরে বলেন, নিজের পাগড়ি সামলে রাখতে, ইঙ্গিত দেন জোটের ভিতরে ভাঙনের সম্ভাবনার দিকে। এছাড়াও তিনি দাবি করেন, বর্তমান সরকারের অনেক নেতা আদতে বিজেপির "মূল" সদস্য নন, বরং অন্য দল থেকে আসা। এতে জোটের মধ্যে মতভেদ বাড়ছে বলেও তাঁর অভিযোগ।

তিনি উদাহরণ হিসেবে বিজয় কুমার সিনহা, বিজয় কুমার চৌধুরী ও বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদবের নাম উল্লেখ করে বলেন, তাঁদের রাজনৈতিক অতীত ভিন্ন দলের সঙ্গে যুক্ত। তেজস্বীর বক্তব্য, এতে আদর্শগত অসঙ্গতি এবং রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানিতা স্পষ্ট।

শেষে "লালু স্কুল অফ পলিটিক্স" মন্তব্য করে তিনি পরোক্ষভাবে-এর প্রভাবের কথাও তুলে ধরেন, দাবি করেন বর্তমান নেতৃত্বের রাজনীতিতে সেই ছাপ এখনও রয়ে গেছে।

পোস্টাল ব্যালটে ঘাটতি নিয়ে ইসিআই-এর জবাব চাইল কেরল হাই কোর্ট, গণনার আগে বাড়ল চাপ

কোচি, ২৪ এপ্রিল(আইএএনএস): পোস্টাল ব্যালট নিয়ে ওঠা অসঙ্গতির অভিযোগে শুক্রবার কেরালা হাইকোর্ট ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (ইসিআই)-কে নির্দেশ দিল মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে, যাঁরা সম্প্রতি সমাপ্ত ভোটে পোস্টাল ব্যালট দিতে পারেননি তাঁদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া সম্ভব কি না।

সম্ভাব্য ভোটাধিকার বঞ্চনার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আদালত ইসিআই-কে জানাতে বলেছে, যারা নির্ধারিত সময়ে ভোট দিতে পারেননি, তাঁদের জন্য পোস্টাল ভোটিংয়ের সুযোগ বাড়ানো বা সহজতর করার বাস্তবতা কতটা রয়েছে। বিষয়টি আগামী মঙ্গলবার আবার শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং গণনা নির্ধারিত ৪ মে। এই প্রেক্ষাপটে আদালতের হস্তক্ষেপ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনে পোস্টাল ব্যালট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

মামলাটি দায়ের করেন এক রাজ্য সরকারি কর্মী, যিনি অভিযোগ করেন যে সব নিয়ম মেনেও তিনি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এর আগে, ৮ এপ্রিল ইসিআই আদালতকে আশ্বাস দিয়েছিল যে নির্বাচন কর্তব্যে নিযুক্ত কর্মীরা যাতে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন, তার জন্য সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই আশ্বাস আসে কেরল এনজিও-এর একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে, যেখানে নির্বাচন দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীদের বড়সড় সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়।

সংঘের অভিযোগ, ১৯৬১ সালের নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী এই কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকলেও ব্যালট বিতরণে বিলম্বের কারণে অনেকেই সেই সুযোগ পাননি। ১ থেকে ৮ এপ্রিলের সীমিত সময়সীমা এবং লজিস্টিক চাপে সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

কর্তৃপক্ষের মতে, অনেক কর্মী ৬ এপ্রিল পর্যন্ত ব্যালট পাননি, আর ৮ এপ্রিল নির্বাচন সামগ্রী সংগ্রহের কাজেই অধিকাংশ সময় চলে যায়, ফলে ভোট দেওয়ার সুযোগ কার্যত সংকুচিত হয়ে পড়ে।

বিজেপি এলে বাংলায় ফিরবে বন্ধ বা সরানো শিল্প, দাবি অমিত শাহের

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে গত ১৫ বছরে বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অন্য রাজ্যে সরে যাওয়া কারখানা ও শিল্প ইউনিটগুলিকে ফের রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হবে বলে শুক্রবার দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বা রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। গত ১৫ বছরে রাজ্যে বড় কোনও শিল্প বিনিয়োগ বা নতুন কারখানা গড়ে ওঠেনি। তবে আমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই, বিজেপি ক্ষমতায় এলে আমরা সব প্রচেষ্টা চালিয়ে এই কারখানাগুলিকে ফের রাজ্যে ফিরিয়ে আনব।সভায় তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধে নারী সুরক্ষা ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ শানান। তাঁর বক্তব্য, একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তিনি রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা ক্ষমতায় এলে নারী সুরক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নই হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।এর আগে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জে আরেকটি সভায় তিনি সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে যদি তৃণমূল সমর্থিত দুষ্কৃতীরা ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত করার চেষ্টা করে, তবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্যে ঢুকতে দিচ্ছে। তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রথম কাজ হবে এই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে দেশ থেকে বহিষ্কার করা।

আইডিবিআই ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া চলবে: নির্মলা সীতারামন

পুনে, ২৪ এপ্রিল(আইএএনএস): কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন শুক্রবার জানালেন, আইডিবিআই ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ (ডিসইনভেস্টমেন্ট) প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

এর ফলে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ নিয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা অনেকটাই দূর হল। এর আগে বিডিংয়ের সময় প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি সরকারের নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের নিচে থাকায় গত মাসে প্রক্রিয়াটি স্থগিত করতে হয়েছিল।মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী, সরকার আইডিবিআই ব্যাঙ্কে তাদের ৩০.৪৮ শতাংশ অংশীদারিত্ব বিক্রি করার কথা ছিল, আর লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া(এলআইসি) বিক্রি করার কথা ছিল ৩০.২৪ শতাংশ শেয়ার। সব মিলিয়ে মোট ৬০.৭২ শতাংশ অংশীদারিত্ব বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার আনুমানিক মূল্য ছিল প্রায় ৭২,০০০ কোটি টাকা।

২০২৩ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে এই বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়, যখন বিনিয়োগ ও পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ (ডিআইপিএএম) সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে আগ্রহপত্র পেতে শুরু করে।

অর্থমন্ত্রী আরও জানান, বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একীভূতকরণ (কনসোলিডেশন) নিয়ে সরকারের টেবিলে কোনও প্রস্তাব নেই। তবে এই বিষয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের ব্যাঙ্কিং কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। পুনেতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর মহারাষ্ট্র সার্কেলের নতুন লোকাল হেড অফিস উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও কার্যকলাপ, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্র, যা আন্তর্জাতিক বাজারেও সরবরাহ করতে সক্ষম।

নির্মলা সীতারামনের কথায়, দেশের বৃহৎ অর্থনীতি এবং শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ ভোগের ফলে বড় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্ববাজারে অস্থিরতা থাকলেও দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদাই প্রবৃদ্ধিকে ধরে রেখেছে। তিনি জানান, বৈশ্বিক শুল্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারতীয় রপ্তানিকারীরা নতুন বাজার খুঁজে নিয়ে ভালো পারফরম্যান্স করছে এবং রপ্তানি ক্ষেত্রও স্থিতিশীল রয়েছে।

খোয়াই বন বাজারে গৃহবধূর গায়ে আগুন, পরকীয়া সম্পর্কের জেরে অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ এপ্রিল: খোয়াই জেলার আশারামবাড়ী বিধানসভা এলাকার বন বাজারে এক গৃহবধূর গায়ে আগুন দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহত গৃহবধূর নাম মঞ্জু নায়েব।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গৃহবধূর সঙ্গে অন্য এক পুরুষের প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। সেই সম্পর্কের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তবে গৃহবধূর গায়ে কেউ আগুন দিয়েছে, নাকি তিনি নিজেই আগুন লাগিয়েছেনতা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় চাম্পাহাওর থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তদন্ত শুরু করে।

এদিকে, গৃহবধূর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ এমন এক ব্যক্তিকে গ্রামবাসীরা আটক করে রাখে বলে জানা গেছে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্তের পরেই বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে।

ইরানে পরিস্থিতি এখনও গুরুতর, ভারতীয়দের সহায়তা দিচ্ছে দূতাবাস: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): ইরানে বর্তমান পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক রয়ে গেছে এবং তেহরানে ভারতীয় দূতাবাস সেখানকার ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তা প্রদান করে চলেছে বলে শুক্রবার জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

সম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আন্তঃমন্ত্রকীয় ব্রিফিংয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, ইতিমধ্যেই ২,৪০০-রও বেশি ভারতীয় নাগরিককে নিরাপদে ইরান থেকে সরিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, ইরান এবং আশপাশের অঞ্চলে পরিস্থিতি এখনও গুরুতর। যদিও আপাতত যুদ্ধবিরতি রয়েছে, তবুও শুরু থেকে এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন ছিল। এই অবস্থাতেও তেহরানে আমাদের রাষ্ট্রদূত ও পুরো দল নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন এবং ভারতীয়দের সহায়তা দিচ্ছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ২,৪০০ জন ভারতীয়কে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের এই নিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

এর আগে চলতি সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একতরফাভাবে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়িয়ে দেন, যদিও তেহরান দ্বিতীয় দফার আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করে।

ট্রাম্প 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ এক পোস্টে জানান, ইরান গুরুতরভাবে বিভক্ত অবস্থায় রয়েছে, তাই তারা ঐক্যবদ্ধ অবস্থান না নেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি বহাল থাকবে। পাশাপাশি তিনি ইরানের বন্দরগুলিতে নৌ অবরোধ চালু রাখার কথাও ঘোষণা করেন।

ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তেহরান স্পষ্টভাবে এই অবরোধ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে এবং চাপের মুখে তারা কোনও আলোচনায় ফিরবে না বলেও জানিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ইরানে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতীয় দূতাবাসের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডুকলীতে নার্সারি স্কুলে চুরি, দেয়াল ভেঙে অফিসে ঢুকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: ডুকলী এলাকার 'জগবন্ধু মহানামব্রত বিদ্যামন্দির' নামে একটি নার্সারি স্কুলে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বেসরকারি বিদ্যালয়ে এলাকার ছোট ছোট শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত চার-পাঁচদিন আগে একদল দুষ্কৃতী স্কুলের অফিসঘরে হানা দেওয়ার চেষ্টা করলেও ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। তবে গতকাল রাতে ফের দুষ্কৃতীরা এসে অফিসঘরের দেয়াল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি করে নিয়ে যায়।

ঘটনার খবর অরুন্ধতী নগর থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিদর্শন করে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রভু জগবন্ধু সুন্দরের ভক্তদের সহযোগিতায় পরিচালিত এই বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। হঠাৎ এই চুরির ঘটনায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশের সাফল্যগাড়িসহ গ্রেপ্তার ৩ ছিনতাইবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশের অভিযানে বড়সড় সাফল্য মিলেছে। ১৮ এপ্রিল দায়ের হওয়া এক ছিনতাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজন ছিনতাইবাজকে গাড়িসহ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ এই তথ্য জানান।

তিনি বলেন, একই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এর আগেই আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এই ঘটনায় আগরতলা শহরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের তৎপরতা আরও একবার সামনে এসেছে বলে মনে করছেন অনেকে।

কাঁটাতারের ভিতরে জুম চাষে গিয়ে রক্তাক্ত যুবক, রহস্য ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ এপ্রিল: গোমতী জেলার করবুক মহকুমার শিলাছড়ি ব্লকের বেলতলী এলাকায় সীমান্ত সংলগ্ন কাঁটাতারের ভেতরে জুম চাষ করতে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন গুধানবাবু ত্রিপুরা (২৮) নামে এক যুবক। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতোই ওই যুবক জুম চাষের কাজে সীমান্তঘেঁষা কাঁটাতারের ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। সেখানেই আচমকা তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। তার হাতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়।

রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। আহত যুবকের পিতার নাম ললিত মোহন ত্রিপুরা।

ঘটনার সঠিক কারণ এখনও পরিষ্কার নয়। তবে এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, বাংলাদেশের দিক থেকে কেউ ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালাতে পারে। অন্যদিকে, অন্য একটি অংশের মতে, স্থানীয় কোনো পুরনো বিবাদ বা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনার জেরেও এই ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

হুগলিতে নৌবিহার নিয়ে মোদিকে খোঁচা মমতার, 'যমুনায় নেমে দেখুন' চ্যালেঞ্জ তৃণমূল নেত্রীর

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): হুগলি নদীতে প্রধানমন্ত্রীর নৌবিহারকে ঘিরে কটাক্ষ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার হাওড়ায় এক নির্বাচনী সভায় তিনি বলেন, হুগলির জল পরিষ্কার বলেই নরেন্দ্র মোদি এখানে নৌবিহার করতে পেরেছেন, কিন্তু দিল্লির যমুনা নদী-তে তা সম্ভব নয়।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার, তাই আপনি সকালে নৌবিহার করতে পেরেছেন। এটা নির্বাচনের মধ্যে নিছক রাজনীতি আর ছবি তোলার সুযোগ ছাড়া কিছু নয়। আপনি গঙ্গায় নৌবিহার করেছেন, সেটা ভালো। আমিও পুজোর সময় চন্দননগরে গিয়ে নৌবিহার করি, গঙ্গাসাগরেও যাই।

তিনি আরও বলেন, দিল্লির যমুনা নদী সম্পূর্ণ দূষিত। আপনি একবার দিল্লিতে গিয়ে যমুনায় স্নান করে দেখুন। যমুনা সামলাতে পারেন না, আর এখানে এসে গঙ্গায় নৌবিহার করছেন!

হুগলি নদীর তীরবর্তী সৌন্দর্যায়নের কৃতিত্ব রাজ্য সরকার ও পুর সংস্থাগুলিকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতা পৌর সংস্থা সহ বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগেই এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

এদিকে, মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেখুন, এখানে শহরে, রাজ্যে, রাস্তায় মহিলারা কতটা নিরাপদ। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে প্রতিদিন মহিলাদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। হাতরাসের ঘটনা ভুলে গেছেন? দিল্লির ঘটনাও? মণিপুর জ্বলছে, সেখানে কেন চুপ? এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

মণিপুরে নতুন করে জাতিগত সংঘর্ষ, উখরুলে গুলিবিনিময়ে আহত ৬; চুড়াচাঁদপুরে বিক্ষোভ আইডিপিদের

ইম্ফল, ২৪ এপ্রিল (আইএএনএস): মণিপুরের উখরুল জেলায় শুক্রবার দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে গুলিবিনিময়ে অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। সংঘর্ষটি ঘটে সিনাকেথেই ও মুল্লাম গ্রামের মধ্যে ইম্ফলের এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনাটি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। আহতদের মধ্যে তিনজন কুকি সম্প্রদায়ের এবং তিনজন নাগা সম্প্রদায়ের সদস্য।তিনি আরও জানান, কুকি অধ্যুষিত মুল্লাম গ্রামটি উখরুল জেলার একটি বিচ্ছিন্ন এলাকা, যা চারদিকে নাগা অধ্যুষিত গ্রাম দ্বারা বেষ্টিত। অপরদিকে সিনাকেথেই গ্রামটি প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

মুল্লাম গ্রামের কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, তাদের গ্রাম "তাংখুল জঙ্গি"দের সশস্ত্র হামলার শিকার হয়েছে। অভিযোগ, শুক্রবার ব্যাপকভাবে সশস্ত্র হামলা চালানো হয়, যা তাংখুল নাগা জঙ্গিদের দ্বারা সংঘটিত।

অন্যদিকে, কুকি মানবাধিকার মহিলা শাখা (কুকি উইমেন অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস) এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে "নির্মম ও অপ্ররোচিত"

আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ভিত্তিহীনসাংবাদিক সম্মেলনে দাবি প্রধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ এপ্রিল: আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ না করেই টাকা আত্মসাতের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন পঞ্চায়েতের প্রধান ভবেশ চৌধুরী। শুক্রবার দুপুরে চড়িলাম ব্লকের অধীন আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই দাবি করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। প্রধান ভবেশ চৌধুরীর দাবি, গত ২১ এপ্রিল পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেন, অভিযোগ ওঠা কাজটি আসলে 'রেগা' প্রকল্পের অধীনে সম্পন্ন হয়েছে, অথচ সংবাদে তা নির্মাণ কাজ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

তার দাবি, উক্ত কাজের জন্য মোট ৪৬৪টি শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে এবং সমস্ত শ্রমিকের উপস্থিতি অনলাইনে 'মাস্টার রোল' (ম্যাট) মাধ্যমে যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। ফলে কাজ না করেই অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই বলে তিনি স্পষ্ট করেন।

এদিকে, পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্যা লিপিকা দত্ত জানান, সংশ্লিষ্ট কাজটি কোনো পাকা নির্মাণ ছিল না, বরং মাটির কাজ ছিল। সংবাদে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভুল বলে তিনি দাবি করেন। পাশাপাশি অপর সদস্য শান্তি সরকারও জানান, উভয়েই মিলে ওই ওয়ার্ডের কাজ তদারকি করেছেন। পুরো ঘটনা নিয়ে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি তাদের।

দোকান ক্রয় করে প্রতারণার শিকার ব্যবসায়ী, কদমতলা থানায় পরপর দুই অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৪ এপ্রিল: গাঁটের কড়ি খরচ করে দোকান ক্রয় করার পর প্রতারণার শিকার হওয়ার অভিযোগ তুললেন এক ব্যবসায়ী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কদমতলা থানায় পরপর দুটি এজাহার দায়ের করেছেন দোকান মালিক বাপ্পন কুমার দাস।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত বছরের জানুয়ারি মাসে তিনি আসামের শ্রীভূমি জেলার বারইগ্রামের বাসিন্দা অনি মালাকারের কাছ থেকে প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় প্রায় পাঁচ শতক জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে সেখানে দোকান নির্মাণ করে ব্যবসা শুরু করেন তিনি।

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, বাঘন গ্রামের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা লাবণ্য মালাকারের ছেলে লিটন মালাকার (৩০) ওই জমির মূল মালিক রিনা মালাকারকে প্রলোভন দেখিয়ে এবং জমি পুনরুদ্ধারের আশ্বাস দিয়ে বাপ্পন দাসের দোকানের উপর জবরদখল করে নেয়।

এই ঘটনায় বাপ্পন দাস কদমতলা থানায় রিনা মালাকার ও লিটন মালাকারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দোকানটি তালাবদ্ধ করে এবং জানায়, বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই প্রকৃত মালিকের হাতে তা তুলে দেওয়া হবে।

তবে অভিযোগ, মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও গত বুধবার রাতে লিটন মালাকার ও তার সহযোগীরা তালাবদ্ধ দোকান ও গুদামঘর খুলে সেখানে পুনরায় দখল নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। এতে হতবাক হয়ে পুনরায় থানায় দ্বিতীয়বারের মতো অভিযোগ দায়ের করেন বাপ্পন দাস।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি অভিযোগ করেছেন, রিনা মালাকারকে বিভিন্ন ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে লিটন মালাকার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে প্রকৃত সত্য সামনে আসবে বলে আশা করছেন অভিযোগকারী।

শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে এনইউএএস মূল্যায়নকে সামনে রেখে মেন্টরিং কর্মসূচি সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ এপ্রিল: আসন্ন এনইউএএস ফাইনাল অ্যাসেসমেন্টকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে একটি গুরুত্বপূর্ণ মেন্টরিং ও সাপোর্টিভ সুপারভিশন কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ (আইএএস), মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক জে এম দাস এবং মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট জে এস রিয়াং। এছাড়াও জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকবৃন্দ, নার্সিং স্টাফ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

পাশাপাশি এনএইচএম ডিরেক্টরেট ও সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে আগত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ, ডাঃ চিরঞ্জিত নোয়াটিয়া, ডাঃ বিতান সেনগুপ্ত, ডাঃ অনির্বাণ হোড় এবং স্মি দুর্বাঞ্জলি রায়।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল জেলা হাসপাতালের পরিষেবার মান উন্নয়ন, এনইউএইএস-এর নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও কার্যকর ও রোগীবান্ধব করে তোলা। এদিন বিশেষজ্ঞ দল হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং পরিষেবা ব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।

কর্মসূচি শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা শাসক জানান, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এর ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী ও উন্নত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

বামুটিয়া ব্লকে ৭২ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন বিতরণ, উপস্থিত জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: নারী ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বামুটিয়া ব্লকে ৭২ জন মহিলা সুবিধাভোগীর হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হলো। বুধবার বামুটিয়া ব্লকের কনফারেন্স হলে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের অর্থায়নে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিতাভ ভট্টাচার্য, বামুটিয়া ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিংহ, বিজেপি বামুটিয়া মণ্ডলের সভাপতি শিবেন্দ্র দাস এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সদস্যা খুশবু দেববর্মা মহালনবিষসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা জানান, এই ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে এবং তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও তারা আশ্বাস দেন।

কাঞ্চনমালায় বাল্যবিবাহ রোধ ও নেশামুক্ত সমাজ গঠনের ডাক, সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: বাল্যবিবাহ রোধ এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে কাঞ্চনমালায় সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ দুপুরে কাঞ্চনমালা বাজার সংলগ্ন কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে এই সভার আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সমরজীৎ চৌধুরীর উদ্যোগে এবং কাঞ্চনমালা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে।

সভায় প্রধান বক্তা ও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্না দেববর্মা, রাজ্য পুলিশের আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) মনচাক ইপ্পার, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, সাংবাদিক ও উদ্যোক্তা সমরজীৎ চৌধুরী এবং কাঞ্চনমালা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি পিন্টু রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ দাস ও মিতা দাসসহ কাঞ্চনমালা এসবি স্কুল এবং লক্ষীছড়া রামকৃষ্ণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা।

সভায় বক্তারা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেন। ঝর্না দেববর্মা ও মনচাক ইপ্পার তাদের বক্তব্যে বলেন, বাল্যবিবাহ একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও অসচেতনতার কারণে সমাজে এখনও এর প্রবণতা রয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরাই দায়িত্ব এড়িয়ে সন্তানদের ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তারা সতর্ক করে জানান, বাল্যবিবাহ রোধে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নেশামুক্ত সমাজ গঠনের প্রসঙ্গেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বক্তারা বলেন, বর্তমান যুবসমাজের একটি বড় অংশ নেশার কবলে পড়ে বিপথগামী হচ্ছে এবং বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি নেশা সংক্রান্ত কোনো তথ্য থাকলে তা দ্রুত পুলিশকে জানানোর আহ্বান জানানো হয়।

সবশেষে, উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বাল্যবিবাহ ও নেশার ক্ষতিকর দিক থেকে দূরে থেকে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে।

বিশালগড়ে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, গাছে ধাক্কা মালবাহী অটোর, আহত তিন

বিশালগড়, ২৪ এপ্রিল: আগরতলা-সাবরুম জাতীয় সড়কের বিশালগড়ের উত্তম ভক্ত চৌমুহনী এলাকায় শুক্রবার সকালে একটি তিনচাকার মালবাহী অটো দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গেছে, আগরতলা থেকে মাছ বিক্রি করে চড়িলামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল গাড়িটি। তখনই রাস্তার মধ্যে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে গাড়িটি রাস্তার পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা মারে। এতে গাড়িতে থাকা তিনজন গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। আহতদের মধ্যে চালক প্যায়ারা মিয়া এবং মনতাজ মিয়াকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অপর আহত ব্যক্তিরও চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎহীন শান্তিপুরে

● প্রথম পাতার পর

কাঞ্চনপুর-ধর্মনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধের জেরে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরুদ্ধার না হলে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে। তবে এই ঘটনায় বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আপে ভাঙ্গন

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যসভায় আপের মোট ১০ জন সাংসদ রয়েছেন, যার মধ্যে বেশিরভাগই পাঞ্জাব থেকে নির্বাচিতযে রাজ্যটি এখনো আপের শাসনে রয়েছে। ১০ জনের মধ্যে ৭ জনই পাঞ্জাবের প্রতিনিধি, আর বাকি তিনজন দিল্লি থেকে নির্বাচিত। এই ঘটনায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন মোড় নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বণিক্য চৌমুহনিতে দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে, ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে ভেঙে পড়েন সৌরভের বাবা-মা। তাঁদের কান্নায় হাসপাতাল চত্বরে শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে।

'তৃণমূলের উপর

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট শাসনকে হারিয়ে সরকার তৈরি করেছিল। একইভাবে এবারে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার আসবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তথ্য গোপনের অভিযোগে

● প্রথম পাতার পর

ধরনের ঘটনায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর মতে, ফৌজদারি তথ্য গোপন করা শুধুমাত্র একটি কারিগরি ত্রুটি নয়, এটি নির্বাচনী স্বচ্ছতার মূল ভিত্তিকেই আঘাত করে। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। আদালত অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা, তা খতিয়ে দেখবে।

রোয়া উচ্চবিদ্যালয়ের

● প্রথম পাতার পর

দাবি করা হয়েছে, শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই জাল রশিদ তৈরি করে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হয়েছে। এই অর্থের কোনো স্বচ্ছ হিসাব না থাকায় প্রতারণার অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে। অনেকের অভিযোগ, চাপ সৃষ্টি করেই এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে সাংবাদিকরা বাধার মুখে পড়েন। অভিযোগ, সহকারী প্রধান শিক্ষক সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং সংবাদ প্রকাশ করলে আইনি ব্যবস্থার হুমকি দেন। বিষয়টিকে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর আঘাত হিসেবে দেখছে সচেতন মহল।

এদিকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ সামনে আসায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এত গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো তদন্ত বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে আরও বড় অনিয়মের আশঙ্কা রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষায় অবিলম্বে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ জরুরি বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

ক্রীড়াঙ্গন

নর্থইস্ট রাইজিং কাপ : অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরা সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১৭১ রানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। হারিয়েছে প্রতিপক্ষ সিকিমকে। এটি ত্রিপুরার পক্ষে গ্রুপ লীগ পর্যায়ে টানা তৃতীয় জয়। জয়ের এই হ্যাটট্রিকের সুবাদে ত্রিপুরার মেয়েরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে নর্থইস্ট রাইজিং কাপের সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। গুয়াহাটিতে জাজেসগ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত ৩৫ ওভার খেলে ত্রিপুরার প্রারম্ভিক ব্যাটার্সরা বিশেষ করে ঋষিতা, সায়ন্তিকা, ক্রিস্টিনা, রিমশা ও মহাশ্বেতা - প্রত্যেকে দুর্দান্ত খেলে ২১০ রান সংগ্রহ করে, তিন উইকেটের বিনিময়ে। ওপেনার ঋষিতা সূত্রধর ৪১ রানে এবং সায়ন্তিকা সূত্রধর ৬৭ রানের পর ক্রিস্টিনা রেমা ৩১ রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নের ফিরলেও রিমশা কর্মকার ১৩ রানে এবং মহাশ্বেতা দাস ২২ রানে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে ২১০ রানে পৌঁছায়। অতিরিক্ত খাতে ৩৬ রান কিছুটা কাজে লেগেছে। সিকিমের কুরওয়াংমিট লেপচা, সৃষ্টি গুরুং ও রিতা তামাং প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নামলে সিকিমের ব্যাটার্সরা ত্রিপুরার বোলারদের সামনে কিছুতেই রান সংগ্রহে সফল হয়নি। ৯ জন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরেছে। ওপেনিং জুটিতে খুশি ছেত্রির তিন রান এবং সৃষ্টি রাই-এর ছয় রান উল্লেখ করার মতো। অতিরিক্ত হিসেবে ৩০ রান না পেলে সিকিমের স্কোর কার্ড ২ অঙ্কে যেতো না। ত্রিপুরা দলের বোলার দিয়া সরকার ষোল রানে পাঁচটি এবং অলংকৃতা সাহা কোনও রান না দিয়ে চারটি উইকেট দখল করে। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে দিয়া পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে ওপিসি নকআউট, সেমিফাইনালে স্ফুলিঙ্গ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্ফুলিঙ্গ ক্লাব সেমিফাইনালে উঠেছে। খেলবে ব্লাড মাউথের বিরুদ্ধে। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে আজ ৩২ রানের ব্যবধানে ওল্ড প্লে সেন্টার এর বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় পেয়ে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। গ্রুপ লীগের মতোই অনেকটা বীরদর্পে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ওপিসিকে নক আউট করে শেষ চারে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে কৌশিক গিরির ৭৩ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। কৌশিক ৪৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও ৮টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৩ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, সপ্তজিৎ দাসের ১৯ বলে ২৯ রান এবং সাগর শর্মার ১৫ বলে অপরাজিত ২১ রান কিছুটা উল্লেখের দাবি রাখে। ওল্ড প্লে সেন্টারের রোহন বিশ্বাস ২১ রানে তিনটি এবং রাহুল চন্দ্র সাহা ২৮ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। রিতায়ন দে ও হর্ষ শর্মা পেয়েছে একটি করে উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ওল্ড প্লে সেন্টার ১৮ ওভার ৫ বল খেলে ১৩৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে রাহুল চন্দ্র সাহা সর্বাধিক ৪২ রান সংগ্রহ করেছিল। এছাড়া, রোহন বিশ্বাসের ২৯ রান এবং দ্বীপায়ন দেববর্মা ২৩ রান উল্লেখযোগ্য ছিল। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের তুষার সাহা, সৌরভ দাস ও বৈভব পাল প্রত্যেকে দুটি করে এবং অজয় সরকার একটি উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিং এর সৌজন্য স্বরূপ কৌশিক গিরি পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : আজ থেকে টিএফএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৬ অস্মিতা ফুটবল সিটি লীগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল (শনিবার) থেকে টিএফএ আয়োজিত অস্মিতা ফুটবল সিটি লীগ শুরু হচ্ছে। ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য অনূর্ধ ১৬ মহিলাদের অস্মিতা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে এবার মোট ছয়টি দল অংশ নিচ্ছে। দুটি গ্রুপে দলগুলোকে লীগ পর্যায়ে খেলার পর সেরা দুটি দলকে নিয়ে হবে ফাইনাল ম্যাচ। টিএফএ সচিব অমিত চৌধুরী সম্প্রতি টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেন। আগামীকাল (শনিবার) প্রথম দিনে বেলা আড়াইটায় উদ্বোধনী ম্যাচে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব খেলবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, পানিসাগরের বিরুদ্ধে। বিকেল পৌনে চারটায় দ্বিতীয় ম্যাচে নবোদয় সংঘ এবং খুমপুই একাডেমী পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২৬ এপ্রিল রবিবার বেলা আড়াইটায় হাঁপানিয়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল খেলবে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বিরুদ্ধে। বিকেল পৌনে চারটায় দ্বিতীয় ম্যাচে নবোদয় সংঘ ও বৈশ্যমনিপাড়া সোসাইটি পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। ২৭ এপ্রিল বেলা আড়াইটায় হাঁপানিয়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, পানি সাগরের খেলা। বিকেল পৌনে চারটায় খুম্পুই একাডেমী খেলবে বৈশ্য মনিপাড়া স্পোর্টস সোসাইটির বিরুদ্ধে। ফাইনাল ম্যাচ হবে ২৮ এপ্রিল বিকেল তিনটায়।

নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপে মেঘালয়কে হারিয়ে মিজোরামও সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে মিজোরাম। হারিয়েছে ৪ উইকেটের ব্যবধানে শক্তিশালী মেঘালয় টিমকে। খেলা বিসিসিআই এর উদ্যোগে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত দ্বিতীয় নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে মেঘালয় ও মিজোরাম পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। গুয়াহাটিতে ফালাঙে-এ ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে মেঘালয় নির্ধারিত ৩৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১২২ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মিজোরাম ৩৩ ওভার ৩ বল খেলে অর্থাৎ ঠিক নয় বল বাকি থাকতে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের রেমরুয়াতি-র ৬৬ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। মেঘালয়ের আভিয়ানা মাইথঙ্গ ২৭ রান এবং অনুরাধা গুরুং ২৫ রান সংগ্রহ করেছিল। মিজোরামের এলিনা ২৮ রানে তিনটি উইকেট দখল করে। মেঘালয়ের অনীসা আরেঙও ১৬ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। দলকে জয়ী করায় এবং দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে রেমরোয়াতি পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্টে ত্রিপুরার খেলোয়ারদের সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির মহিলা টিম বেশ সুনামের সঙ্গেই অংশগ্রহন করলো জু জিৎসু ইন্টার ইউনিভার্সিটি টুর্নামেন্টে। যেটা অনুষ্ঠেয় হয় ভোপালের এল এন সিটি ইউনিভার্সিটিতে। এতে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড়েরা মোট আটটি পদক দখল করে। এর মধ্যে দুটি রৌপ্য পদক এবং ছয়টি ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে। পদক প্রপকরা হলেন আসারানি দেববর্মা একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক। ধৃতি সকিয়া দুটি ব্রোঞ্জ, শরবানি দাস একটি রৌপ্য, দোলন ডি সিনহা একটি ব্রোঞ্জ, নবম সংতে একটি ব্রোঞ্জ ও সাথি নাথ একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। ত্রিপুরা দলের কোচ হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন পিনাকী চক্রবর্তী এবং ম্যানেজার হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার দাস। গত ২০ থেকে ২৪ এপ্রিল এই টুর্নামেন্টটি হয়েছিল ভোপালে।

রাইজিং কাপের সেমিফাইনালে আজ আসাম - মিজোরাম, ত্রিপুরা - মনিপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। দ্বিতীয় নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপের সেমিফাইনালে আগামীকাল দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গুয়াহাটির ফালাঙে ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে প্রথম সেমিফাইনালে আসাম ও মিজোরাম পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একই সময়ে গুয়াহাটির জাজেস ফিল্ডে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ত্রিপুরা খেলবে মনিপুরের বিরুদ্ধে। বিজয়ী দুই দল আগামী ২৭ এপ্রিল গুয়াহাটির জাজেস ফিল্ডে ফাইনাল ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

নিয়মকে বুড়ো আঙুল! চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ১৩ জনকে মাঠে নামিয়ে বিতর্কে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

আইপিএলের 'এল ক্লাসিকো' মানেই আগুনে লড়াই। কিন্তু সেই ম্যাচেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ১৩ জন ক্রিকেটারকে মাঠে নামাল হার্দিক পাণ্ডিয়ার দল। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও 'ইহাই সত্য'! তা সত্ত্বেও অবশ্য সুবিধা করতে পারেনি তারা। সিএসকে'র বিরুদ্ধে ১০৩ রানের বিরাট ব্যবধানে হেরে গেল মুম্বই।

ঠিক কী হয়েছে? চেন্নাই ম্যাচে ১৩ জন ক্রিকেটার ব্যবহার করেছে মুম্বই। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে মহম্মদ গজনফরের বদলে নামেন দানিশ মালেওয়ার। ফিল্ডিং করতে গিয়ে একটি ক্যাচ ধরার সময় চোট পান মিচেল স্যান্টনার। তবে তার আগেই নিজের নির্ধারিত চার ওভার সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন তিনি। এরপর কনকাশন পরিবর্ত হিসাবে ব্যাট করতে নামেন শার্দূল ঠাকুর। তবুও অতিরিক্ত ক্রিকেটার ব্যবহার করেও শেষ পর্যন্ত কোনও সুবিধা করতে পারেনি মুম্বই।

তবে এখানেই শুরু হয় বিতর্ক। কারণ স্যান্টনারের চোট। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, কিউয়ি তারকার চোটটি মাথায় নয়, বরং কাঁধে লেগেছিল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, স্যান্টনারের কাঁধের হাড় সরে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে কনকাশন সাবের অনুমতি কীভাবে দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত নিয়েও সমালোচনা শুরু হয়েছে। আইসিসি'র নিয়ম অনুযায়ী, কনকাশন সাব একজন পূর্ণাঙ্গ বদলি হিসাবে খেলতে পারেন, ব্যাটিং ও বোলিং উভয় ক্ষেত্রেই। কিন্তু এই ম্যাচে কনকাশন সাব এবং ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার দুই নিয়ম একসঙ্গে প্রয়োগ করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

এই দুই আলাদা নিয়ম প্রয়োগের ফলেই তৈরি হয় দলে ১৩ জনকে ব্যবহার করে বসে মুম্বই। ম্যাচেরও দেখা যায়, মুম্বইয়ের হয়ে মোট ১৩ জন ক্রিকেটারই কোনও না কোনওভাবে অবদান রেখেছেন। নিয়ম অনুযায়ী, একটি দল একদিকে যেমন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ব্যবহার করতে পারে, তেমনই প্রকৃত কনকাশন সাবের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বদলির সুযোগও রয়েছে। বিশেষ করে চিকিৎসাজনিত জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে কোনও দল প্রয়োজন অনুযায়ী একজন কনকাশন সাবস্টিটিউট খেলোয়াড় নামানোর অনুমতি পায়। কিন্তু স্যান্টনারের চোট কাঁধে লাগায় তাদের 'ফেয়ার প্লে' নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। উল্লেখ্য, সাত ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের আট নম্বরে রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।মা স্বপ্ন দেখতেন ছেলে ক্রিকেটার হোক। মায়ের সেই ইচ্ছা পূরণ করেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের জোরে বোলার মুকেশ চৌধরি। শুধু ইচ্ছাপূরণই নয়, মায়ের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে তাঁর শেষকৃত্য করেই মাঠে নেমে পড়েছেন মহারাষ্ট্রের ক্রিকেটার।

আইপিএলের মাঝে প্রয়াত হয়েছেন মুকেশের মা প্রেম দেবী। তবু ২২ গজ থেকে দূরে থাকতে চাননি তিনি। মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নেমে পড়েছেন মাঠে। বৃহস্পতিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলেছেন। ৩১ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন বাঁহাতি বোলার। তাঁর মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চেন্নাইয়ের ক্রিকেটারেরাও মাঠে নেমেছিলেন কালো বাহুবন্ধনী পরে।

চেন্নাই-মুম্বই ম্যাচের পর আলোচনায় উঠে এসেছেন মুকেশ। আলোচনায় উঠে এসেছে তাঁর কর্তব্যবোধ। মায়ের মৃত্যুতেও এক দিন বাড়তি ছুটি নেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার কুইন্টন ডিককে আউট করে উচ্ছ্বাস দেখাননি। লাফালাফি করেননি। শান্ত থেকেছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে মাকে প্রণাম জানিয়েছেন। মুকেশের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতির কথা ম্যাচের পর জানিয়েছেন চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জয় মুকেশের মাকে উৎসর্গ করে তিনি বলেছেন, "এমন পরিস্থিতিতে খেলতে নামা অত্যন্ত কঠিন। মুকেশকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। জীবনের এমন সময়ে মানসিক ভাবে অসম্ভব কঠিন না হলে খেলার কথা ভাবা যায় না। দলের প্রয়োজনের কথা ভেবে ফিরে এসেছে। কারণ মুকেশ জানত, ওকে আমাদের প্রয়োজন। সব কৃতিত্ব ওর। আমরা শুধু মুকেশের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ওকে কিছুটা খুশি রাখার চেষ্টা করেছি।"

গত এক বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন মুকেশের মা। গত মঙ্গলবার মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে গত শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর রাজস্থানের ভিলওয়ারার বাড়িতে চলে যান। চিকিৎসক দাদা রাজেশ চৌধরির সঙ্গে মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে বুধবার ফিরে আসেন চেন্নাই শিবিরে। আইপিএলের শুরু থেকেই সঙ্কটজনক অবস্থায় ছিলেন তাঁর মা। বিষয়টি জানার পর থেকে সতীর্থকে আগলে রেখেছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। মুকেশকে নিয়ে মুম্বইয়ের হাসপাতালে গিয়ে তাঁর মাকে দেখে আসেন মাহি। শেষ কয়েক দিনও সমানে ফোনে যোগাযোগ রেখেছেন ২৯ বছরের ক্রিকেটারের সঙ্গে।

২০২২ সালে প্রথম চেন্নাইয়ের হয়ে আইপিএল খেলেন মুকেশ। তার পর ২০২৪ থেকে টানা চেন্নাইয়ের হয়ে খেলছেন। প্রথম মরসুমে ১৩টি ম্যাচ খেললেও পরে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন প্রথম একাদশে। ২০২৪ সালে ১টি এবং ২০২৫ সালে ২টি ম্যাচে খেলার সুযোগ পান। এ বারও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলেছেন।

রাজ্য দলের কোচকে খুনের চেষ্টা!

ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন বিতর্ক হয়েছে। রাজ্য দলের এক কোচকে মারধর ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে পুদুচ্চেরির তিন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে। সেই তিন ক্রিকেটারকে নিলম্বিত করেছে পুদুচ্চেরি ক্রিকেট বোর্ড। একটি বিবৃতি দিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে তারা।

অভিযুক্ত তিন ক্রিকেটারের নাম জে কার্তিকেয়ন, এ অরবিন্দরাজ ও এস সন্তোষ কুমারন। পুদুচ্চেরির অনূর্ধ-১৯ দলের কোচ বেঙ্কটরমনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। গত বছর ৮ ডিসেম্বর ঘটেছে সেই ঘটনা। আইনি প্রক্রিয়া চলছে। তিন জনই পুদুচ্চেরির প্রথম সারির ক্রিকেটার। রাজ্য দলের হয়ে রঞ্জি ট্রফি, বিজয় হজারে ও সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে নিয়মিত খেলেছেন তাঁরা।

পুদুচ্চেরি ক্রিকেট সংস্থা একটি বিবৃতিতে বলেছে, "সেদুরাপেট থানায় একটা অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তাতে মারধর ও খুনের চেষ্টার ধারা রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শুনানি চলছে। এই পরিস্থিতিতে পুদুচ্চেরি ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য তিন ক্রিকেটারকে নিলম্বিত করা হয়েছে। কোনও রকমের বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না।" ঠিক কী ঘটেছিল, কেন কোচকে খুনের চেষ্টা তিন ক্রিকেটার করেছিলেন, সেই বিষয়ে অবশ্য বিবৃতিতে কিছু বলা হয়নি।

ক্রিকেট বোর্ড তিন ক্রিকেটারকে জানিয়ে দিয়েছে, এখন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনও মাঠে তাঁরা ঢুকতে পারবেন না। রাজ্য দলের ক্রিকেটার হিসাবে কোনও সুবিধা তাঁরা নিতে পারবেন না। জাতীয় ও রাজ্য স্তরের তো বটেই, ক্লাব স্তরের কোনও প্রতিযোগিতাতেও তাঁরা খেলতে পারবেন না। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।

তবে বিবৃতিতে এ-ও জানানো হয়েছে, চাইলে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বোর্ডের এথিক্স কমিটিতে আবেদন করতে পারেন তিন ক্রিকেটার। তবে যে বিষয় আদালতে বিবেচনাধীন রয়েছে, সেই বিষয়ে এই বিষয়ে এর থেকে বেশি কিছু বলার এক্তিয়ার তাদের নেই। এখন দেখার, এই ঘটনার জল কত দূর গড়ায়।

আইপিএলের পর পাকিস্তানের লিগেও খেলা হচ্ছে না মুস্তাফিজুরের

ভারতীয় বোর্ডের নির্দেশে আইপিএলে খেলা হয়নি মুস্তাফিজুর রহমানের। এ বার পাকিস্তানের লিগেও খেলা হচ্ছে না তাঁর। সেটা তাঁর নিজেরই দেশের বোর্ডের নির্দেশে। প্রতিশ্রুতি দিয়েও পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলার জন্য মুস্তাফিজুরকে ছাড় পত্র দিল না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। চিকিৎসাজনিত কারণে তাঁর অনাপত্তি শংসাপত্র (এনওসি) বাতিল করা হয়েছে।

পিএসএলে খেলার জন্য মুস্তাফিজুরকে ২৬ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল এবং ২৪ এপ্রিল থেকে ৩ মে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর এক দিনের ক্রিকেটে খেলার কথা থাকলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলার কথা ছিল না। প্রথম দু'টি এক দিনের ম্যাচে চোটের জন্য খেলতে পারেননি মুস্তাফিজুর। বৃহস্পতিবার তৃতীয় ম্যাচে খেলতে নেমেই পাঁচটি উইকেট নিয়ে দলকে জিতিয়েছেন। সে দিনই তাঁর এনওসি বাতিল করা হয়েছে।

আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পর পিএসএলের দল লাহৌর কলন্দর্সে সই করেছিলেন মুস্তাফিজুর। তবে এ দিন বিসিবি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তৃতীয় ম্যাচের পর চিকিৎসকেরা মুস্তাফিজুরকে পরীক্ষা করেছেন। ঠিক হয়েছে, অবিলম্বে স্ক্যান করে তাঁর চোট খতিয়ে দেখা হবে।

তার পরে রিহ্যাব শুরু হবে বোর্ডের চিকিৎসকদের অধীনে। তাই পিএসএলে তিনি খেলতে পারবেন না। শুধু মুস্তাফিজুর নয়, নাহিদ রানাকেও পিএসএলে খেলার ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তাঁকে দেশে রেখে দেওয়া হয়েছে।

এ দিন তৃতীয় ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডকে ৫৫ রানে হারিয়ে এক দিনের সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ তোলে ২৬৫/৮। শতরান করেন নাজমুল হোসেন শান্ত (১০৫)। জবাবে মুস্তাফিজুরের ৪৩ রানে ৫ উইকেটে ২১০ রানে শেষ হয় কিউয়িদের ইনিংস।

ভারতে খেলতে আসবে না পাকিস্তান! নিরাপত্তার কারণে আরও একটি প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিল পড়শি দেশ

পহেলগামের হত্যাকাণ্ড এবং অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক এখনও স্বাভাবিক হয়নি। সেই ঘটনার পর ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেনি পাকিস্তান। এ বার আরও একটি প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিল তারা। জানা গিয়েছে, মহিলাদের দক্ষিণ এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সাফ কাপ থেকে নাম তুলে নিয়েছে তারা।

আগামী ২৫ জুন থেকে ৬ জুন পর্যন্ত সাফ প্রতিযোগিতা চলবে গোয়ার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে। সেই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে থাকছে না পাকিস্তান। বৃহস্পতিবারই নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে তারা। ২০১৬-র পর আবার সাফ প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে ভারত।

পাকিস্তান না থাকায় ছ'টি দেশকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। সম্প্রতি ঢাকায় সাফের সচিবালয়ে আনুষ্ঠানিক ড্র হয়েছে। দু'টি গ্রুপে রয়েছে তিনটি করে দল। ভারত ছাড়াও নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ভুটান এবং মলদ্বীপ খেলবে এই প্রতিযোগিতা।

ভারতের জন্য অসুবিধার না হলেও, পাকিস্তানের মহিলা ফুটবল দলের জন্য এই সিদ্ধান্ত বড় ধাক্কা। সাম্প্রতিককালে প্রশাসনিক দুর্নীতিতে বিদ্ধ হয়েছে পাকিস্তানের ফুটবল সংস্থা। বিদেশে সে ভাবে খেলতেই যায়নি তারা। এই প্রতিযোগিতায় খেলে নিজেদের প্রতিভা চেনানোর সুযোগ ছিল তাদের সামনে। সেটাও হচ্ছে না। এর আগে নভেম্বরে ভারতের তামিলনাড়ুতে হওয়া জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ থেকেও নাম তুলে নিয়েছিল পাকিস্তান। তার আগে রাজগীরে এশিয়া কাপেও দল পাঠায়নি তারা। উল্লেখ্য, মহিলাদের সাফ কাপে ভারত পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন। বাংলাদেশ ট্রফি জিতেছে দু'বার।

পন্থকে আউট করে গালিগালাজ, অশ্লীল ভঙ্গিতে উল্লাস! শাস্তি পেলেন রাজস্থানের পেসার

দল জিতলেও শাস্তি পেলেন নান্দ্রে বার্গার। লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক ঋষভ পন্থকে আউট করে অশালীন ভাষায় কিছু বলেছিলেন বার্গার। অশ্লীল ভঙ্গিতে উল্লাসও করেন তিনি। ফলে শাস্তি পেয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের পেসার।

বার্গারের ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে একটি ডি-মেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। আইপিএল একটি বিবৃতিতে বলেছে, "আইপিএলের নিয়ম ভাঙায় রাজস্থান রয়্যালসের বোলার নান্দ্রে বার্গারের ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে ও একটা ডি-মেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। লখনউয়ের বিরুদ্ধে ঋষভ পন্থকে আউট করে বার্গার যে ভাবে উল্লাস করেছিলেন, তা আইপিএলের নিয়মবিরুদ্ধ। তাই শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাঁকে।"

আইপিএল তাদের বিবৃতিতে আরও বলেছে, "বার্গার আইপিএলের ২.৫ ধারার লেভেল ১ অপরাধ করেছেন। প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষার ব্যবহার, অশ্লীল উল্লাস ও অঙ্গভঙ্গি এই ধারায় পড়ে। ম্যাচ রেফারি তাঁর রিপোর্টে বার্গারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন। বার্গার নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।"আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ক্রিকেটার চারটি ডি-মেরিট পয়েন্ট পেলে তাঁকে এক ম্যাচ নির্বাসিত করা হয়। দেড় বছর ধরে এই ডি-মেরিট পয়েন্ট সেই ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে কার্যকর থাকে। ফলে আগামী ম্যাচগুলি থেকে সতর্ক থাকতে হবে বার্গারকে।পন্থকে শূন্য রানের মাথায় ফেরান বার্গার। তাঁর বলে আড়াআড়ি ব্যাট চালাতে গিয়েছিলেন লখনউয়ের অধিনায়ক। ব্যাটের কানায় লেগে বল পিছনে যায়। ক্যাচ ধরেন ধ্রুব জুরেল। পন্থ আউট হওয়ায় বড় ধাক্কা খায় লখনউ। ১৬০ রান তাড়া করতে নেমে শেষপর্যন্ত ৪০ রানে হারে লখনউ। যদিও সেই জয়ের আনন্দের মধ্যেই শাস্তি পেলেন বার্গার।

পোলস্টারকে হারিয়ে জয়নগর ক্লাব সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে দুর্দান্তজয় পেয়েছে জয়নগর ক্রিকেটক্লাব। হারিয়েছেশক্তিশালী পোলস্টার ক্লাবকে ৬ উইকেট এর ব্যবধানে। কর্তৃত্ব পূর্ন এই জয়ের সুবাদে জেসিসি সেমিফাইনালে উত্তীত হয়েছে। আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে জেসিসি খেলবে শত দল সংঘের বিরুদ্ধে। টিআইটি গ্রাউন্ডে আজ, শুক্রবার বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে পোলস্টার ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। সীমিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আকাশ সরকারের ২৭ রান এবং আদিত্য যাদবের ২২ রান উল্লেখযোগ্য। জেসিসি-র পারভেজ সুলতান ১৮ রানে তিনটি এবং দুর্লভ প্রায় ৮ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জেসিসি-র নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান বিক্রম দেবনাথ এর অনবদ্য ব্যাটিংয়ে দল দুর্দান্তভাবে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিক্রম ৫১ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি এবং ছয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৮৫ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। ওপেনার ব্যাটসম্যান ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের ১৮ রান এবং ধনঞ্জয় যাদবের অপরাজিত ১৩ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। পোলস্টারের অধিনায়ক মিজানুর রহমান পোদ্দার ২৩ রানে দুইটি এবং আদিত্য যাদব একটি উইকেট পেয়েছিল।

জাগরণ 25 April, 2026, Saturday আগরতলা ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ ইং, ■ ১১ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

চুরাইবাড়ি চেকপোস্টে বিকল ওয়েট ব্রিজ, রাজস্বে বড়সড় ক্ষতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ এপ্রিল: রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি মডার্নাইজড চেকপোস্টে প্রায় এক মাস ধরে ওয়েট ব্রিজ বিকল হয়ে পড়ে থাকায় রাজস্ব আদায়ে বড়সড় ধাক্কার অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে অতিরিক্ত বোঝাই পণ্যবাহী গাড়ি নির্বিঘ্নে রাজ্যে প্রবেশ করছে বলে দাবি স্থানীয় সূত্রের।

জানা গেছে, ৬০ টন ধারণক্ষমতার দুটি ওয়েট ব্রিজই দীর্ঘদিন ধরে অচল। এই সুযোগে কিছু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত পাথর, বোল্ডারসহ বিভিন্ন পণ্য বোঝাই গাড়ি রাজ্যে ঢোকাচ্ছেন। অভিযোগ, এতে একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী ও দপ্তরের কিছু কর্মী আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

সূত্রের দাবি, আগে এই চেকপোস্ট থেকে মাসে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হতো। কিন্তু ওয়েট ব্রিজ বিকল থাকার কারণে গত এক মাসে কার্যত রাজস্ব আদায় বন্ধ হয়ে পড়েছে, ফলে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হচ্ছে।

চুরাইবাড়ির পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি দ্রুতই ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। জেলা পরিবহন আধিকারিক ভবেশ চন্দ্র ভদ্র বলেন, ওয়েট ব্রিজ নষ্ট হওয়ার পরই আগরতলার হেড অফিসে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে এবং প্রায় ৫ লক্ষ টাকার মেরামতির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তবুও এখনও পর্যন্ত মেরামতির কাজ শুরু হয়নি।

উল্লেখ্য, প্রায় এক মাস আগে উত্তর জেলা সফরে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা চুরাইবাড়ি চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন এবং রাজস্ব ফাঁকি রোধে কড়া নির্দেশ দেন। কিন্তু তার কিছুদিন পরই ওয়েট ব্রিজ বিকল হয়ে পড়ায় পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে, স্থানীয়দের অভিযোগ, বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে শতাধিক ডাম্পার গাড়ি অতিরিক্ত পাথর বোঝাই করে রাজ্যে প্রবেশ করছে। যদিও দপ্তরের কর্মীরা স্বীকার করছেন যে গাড়িগুলি ওভারলোড, কিন্তু ওয়েট ব্রিজ বিকল থাকায় রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না।

পুরো ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং দ্রুত ওয়েট ব্রিজ মেরামতের দাবি জানিয়েছেন সচেতন মহল।

মোহনপুরে প্রশাসনিক প্রতিনিধি দলের বিভিন্ন এলাকা সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: মোহনপুর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ধৃতি শেখর রায় এর নেতৃত্বে এক প্রশাসনিক প্রতিনিধি দল আজ লেফুঙ্গা ব্লকের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন লেফুঙ্গা ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও রাজেন্দ্র ত্রিপুরা, মোহনপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসি অভিজিৎ জমাতিয়া, পূর্ত, গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান, স্বরাষ্ট্র, জল সম্পদ, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণ।

প্রতিনিধিদল বলরাম চৌধুরী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, মালাবতী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, মালাবর্তী পাড়া ডিটিডব্লিউ স্কিম, মালাবতী পাড়া হেলথ এন্ড অ্যাওয়ারন্যাস সেন্টার, জয়রামমোদি পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শম্ভুরাম পাড়া জে বি স্কুল পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

খোয়াইয়ে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ এপ্রিল: আজ বিকালে জেলাশাসক কার্যালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক রজত পন্থের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার বি জগদীশ্বর রেডিড, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক নির্মল কুমার। বৈঠকে বিজেপি, আইএনসি, সিপিআই (এম), আইপিএফটি, তিপরামথা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঊনকোটি জেলাভিত্তিক আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী: প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ এপ্রিল: ঊনকোটি জেলাভিত্তিক ড. বি.আর. আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গতকাল ঊনকোটি জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস, জেলা কল্যাণ আধিকারিক ই জংতে, জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের ও.এস.ডি. বেনুমাধব চক্রবর্তী প্রমুখ। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী ৩০ এপ্রিল কৈলাসহর মহকুমার চন্ডীপুর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ হলে জেলাভিত্তিক ড. বি.আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

সাংবাদিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে পুলিশ মহানির্দেশকের সঙ্গে সাক্ষাৎ আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি দলের

আগরতলা, ২৪ এপ্রিলঃ রাজ্যের পাহাড় এবং সমতলের সাংবাদিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। শুক্রবার পুলিশ সদর দপ্তরে গিয়ে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি হিসেবে মহানির্দেশক অনুরাগের সঙ্গে দেখা করেন আগরতলা প্রেসক্লাবের পাঁচ সদস্যক প্রতিনিধি দল।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশ প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিও জানানো হয়। পাশাপাশি প্রেস স্টিকার এর অপব্যবহার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রতিনিধিরা। সব ঋতুতে ব্যবহার করা যায় এই ধরনের প্রেসজ্যাকের সাংবাদিকদের দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। চিত্র সাংবাদিকদের একটা অংশকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে রাজধানী আগরতলা সহ মহকুমা শহর গুলোতে পুলিশের টহল বৃদ্ধির দাবিও জানানো হয়েছে।

আগরতলা প্রেসক্লাবের পরিচালন কমিটির বৈঠক এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের উত্থাপিত বিষয় গুলোও খোলামেলা পুলিশ মহানির্দেশক সহ আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এডিসি ভোট পর্ব শেষ হতেই শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকারের নেতৃত্বে পরিচালন কমিটির পাঁচ সদস্যক প্রতিনিধি দল পুলিশ মহা নির্দেশকের সঙ্গে দেখা করেন।

এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন অন্যদের মধ্যে ছিলেন সহ সভাপতি চিত্রা রায়, যুগ্ম সম্পাদক কমল চৌধুরী ও অভিষেক দে, কার্যকরী সদস্য অভিষেক দেববর্মা।পুলিশ সদর কনফারেন্স হলে পুলিশ মহা নির্দেশকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় পুলিশের একাধিক আধিকারিকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কনটেন্ট ক্রিয়েটার এর নামে সামাজিক মাধ্যমে ভুল বার্তা ছড়ানোর বিষয় গুলোতেও লাগাম টানার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।ডেপুটেশন শেষে প্রণব সরকার জানিয়েছেন পুলিশের মহা নির্দেশক সাংবাদিকদের দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করেছেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

৯ ই মে থেকে পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চতুর্থ বর্ষ বৈশাখী মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ এপ্রিল: বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে আগামী ৯ ই মে থেকে পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চতুর্থ বর্ষ বৈশাখী মেলা, চলবে ১৩ ই মে পর্যন্ত।

পাঁচদিনব্যাপী বৈশাখী মেলার অনুষ্ঠান নিয়ে শুক্রবার বিকেলে বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিক সম্মেলন।আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন, বৈশাখী মেলার কনভেনার বিধান বৈদ্য,ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সহ সভাপতি বিজয় বিশ্বাস, ক্লাবের উপদেষ্টা কমিটির কনভেনার সমীর কান্তি দেবনাথ।আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মেলা কমিটির কনভেনার বিধান বৈদ্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলেন, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। যেমন নাচ,গান, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,যেমন খুশি সাজো, নাটক, সহ আরো অন্যান্য প্রতিযোগিতা মুলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকবে বৈশাখী মেলায় সরকারী ও বেসরকারি প্রদর্শনী মন্ডপ।

এছাড়া গাজন নৃত্য, হরবোলা, যাদু প্রদর্শনী সহ রাজ্যের এবং বহিঃ রাজ্যের খ্যাত নামা সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। পাঁচদিনব্যাপি বৈশাখী মেলার অনুষ্ঠানের সুচনা হবে বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের মুক্ত মঞ্চে।

মুহুরীপুরে দোকানে চুরি, নগদ ৫০ হাজার টাকা লুট

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরার মুহুরীপুর আর এফ এলাকার শংকরপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, নিশিকুটুম্বের একটি দল রাতের অন্ধকারে দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। দোকানের কেশবাক্স ভেঙে প্রায় ৫০ হাজার টাকা নগদ সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার সকালে দোকান খুলতে এসে মালিক প্রশান্ত কর্মকার দেখতে পান দোকানের তালা ভাঙা এবং ভেতরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। এরপরই তিনি চুরির বিষয়টি জানতে পারেন এবং স্থানীয়দের অবহিত করেন। ঘটনার খবর পেয়ে বাইখোড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিদর্শন করে। তবে এলাকাবাসীর একাংশ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিযোগ, এলাকায় চুরি-ডাকাতির ঘটনা বাড়লেও পুলিশ যথাযথ নজরদারি করছে না। এছাড়াও স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, পুলিশের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগও রয়েছে। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চুরি যাওয়া টমটম, ব্যাটারি ও বাইক উদ্ধার, আটক ৩

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: চুরি যাওয়া ৩টি টমটম, একটি টমটমের ব্যাটারি এবং একটি মোটরবাইক সহ তিনজন অভিযুক্ত চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ধারাবাহিকভাবে টমটম ও বাইক চুরির অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ একটি বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানের ফলে তিনজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, ধৃতরা হলেন, শিবু সাহা, সজল সরকার এবং সুরজিৎ দেবনাথ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শহরে চুরি রোধে পুলিশের পক্ষ থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাব্রুম শহরে ব্যাটারিচালিত অটোর দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের উদাসীনতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৪ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম শহরে ব্যাটারি চালিত অটোর বেপরোয়া চলাচল ও অনিয়ন্ত্রিত পার্কিংকে কেন্দ্র করে ক্রমশ বাড়ছে জনদুর্ভোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, মহকুমা প্রশাসন, নগর পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসনের কার্যকর হস্তক্ষেপের অভাবে পরিস্থিতি দিনদিন জটিল হয়ে উঠছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শহরে ব্যাটারি চালিত অটোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড বা নির্ধারিত স্থান নেই। ফলে অটোগুলি ইচ্ছেমতো শহরের বিভিন্ন রাস্তায় চলাচল করছে এবং যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে থাকছে। বিশেষ করে প্রধান সড়ক ও বাজার এলাকায় রাস্তার দুই পাশে সারি দিয়ে অটো দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে এবং যান চলাচলে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দোকানের সামনে অটো দাঁড়িয়ে থাকায় ক্রেতারা দোকানে প্রবেশ করতে পারছেন না, যার ফলে ব্যবসায় বড়সড় প্রভাব পড়ছে। এতে ব্যবসায়ী মহলে ক্ষোভ বাড়ছে।

এছাড়াও শহরের গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক পয়েন্টগুলিতে সিগন্যাল লাইট দীর্ঘদিন ধরে বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিদিনই ছোট-বড় যানজট তৈরি হচ্ছে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বেড়ে যাচ্ছে। সাব্রুম বাজার কমিটির সম্পাদক শুভঙ্কর দেবনাথ বলেন, "ব্যাটারি চালিত অটোর জন্য নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় তারা যেখানে-সেখানে গাড়ি দাঁড় করাচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়ছেন। দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।"

অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা একাধিকবার সাব্রুম থানায় লিখিতভাবে বিষয়টি জানালেও এখনো পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে পরিস্থিতি দিনদিন আরও অবনতি হচ্ছে।

এদিকে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাচলকারী অটোগুলির কারণে প্রায়শই দাঁড়িয়ে থাকা বাইক ও গাড়িতে ধাক্কা লাগার ঘটনা ঘটছে, যার ফলে ছোটখাটো দুর্ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে শহরের যানবাহন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনার দাবি জানিয়েছেন সাব্রুমের সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা।

সিপাহীজলায় সিবিএসসি মাধ্যমিকে শীর্ষে মোঃ সেতাব, রাজ্যে সপ্তম স্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৪ এপ্রিল: সিপাহীজলা জেলায় এবছর সিবিএসসি পরিচালিত মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সোনামুড়ার মধ্য বক্সনগরের ছাত্র মোঃ সেতাব। শুধু জেলাতেই নয়, রাজ্যস্তরেও সে সপ্তম স্থান অর্জন করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। মোঃ সেতাব সোনামুড়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৪, শতাংশের হিসেবে ৯৬.৮। বিষয়ভিত্তিক নম্বরের মধ্যে ইংরেজিতে ৯৬, বাংলায় ৯৭, গণিতে ৯২, বিজ্ঞানে ৯৫, সমাজবিজ্ঞানে ৯৫ এবং আইটিতে ৯৮ নম্বর পেয়েছে।

সে সোনামুড়ার মধ্য বক্সনগরের বাসিন্দা আইনজীবী মোঃ মফিজুল ইসলাম ও রহিমা খাতুনের দ্বিতীয় পুত্র। ছেলের এই সাফল্যে খুশি পরিবার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সহপাঠীরা। এবছর সোনামুড়া ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় থেকে মোট ৬৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ৫৩ জন ৬০ শতাংশের বেশি নম্বর অর্জন করেছে। বিদ্যালয়টি বরাবরের মতোই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ভালো সাফল্য ধরে রেখেছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক রামকৃষ্ণ দেবনাথ জানান, ছাত্রের এই সাফল্যে তিনি অত্যন্ত খুশি এবং আগামী দিনে আরও ছাত্রছাত্রী সেতাবের মতো সাফল্য অর্জন করবে বলে তিনি আশাবাদী।

সাক্ষাৎকারে মোঃ সেতাব জানায়, তার এই সাফল্যের পিছনে মা, বাবা ও বড় ভাই মোঃ আফতাবের অনুপ্রেরণা রয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে সে। ছোটদের উদ্দেশ্যে তার বার্তা সময় নষ্ট না করে নিয়মিত পড়াশোনা করা।

অন্যদিকে বড় ভাই মোঃ আফতাব বলেন, সেতাব সবসময় পড়াশোনায় মনোযোগী ছিল এবং প্রয়োজনে তিনি তাকে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করেছেন। বর্তমানে তিনি ইংরেজিতে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করছেন।

এই সাফল্যে সোনামুড়া মহকুমায় খুশির আবহ তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সিবিএসসি পরীক্ষায় আরও ভালো ফলাফলের আশা করছেন অভিভাবক মহল।

বাংলাদেশি নাগরিক আটক, তদন্তে পুলিশ

যাত্রাপুর, ২৪ এপ্রিল: ফের এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হলো যাত্রাপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে থানা এলাকার কে কে নগর এলাকা থেকে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ আব্দুল বাতেন। তার বাবার নাম কালা মিয়া এবং তার বাড়ি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। এই অভিযানে যাত্রাপুর থানার পুলিশের পাশাপাশি বিএসএফের যৌথ দল অংশ নেয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক, এসআই বিজয় চক্রবর্তী সহ অন্যান্য পুলিশকর্মী এবং টিএসআর জওয়ানরা।

চড়ক মেলায় জুয়ার রমরমা
প্রশাসনের নীরবতায় ক্ষোভ এসপি-র দ্বারস্থ ধর্মনগর প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ এপ্রিল: ঐতিহ্যের আবরণে চড়ক মেলাকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় অবৈধ জুয়ার রমরমা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অভিযোগ, প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনের পর দিন এই অসামাজিক কার্যকলাপ চললেও তা রোধে কার্যত কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে অবিলম্বে কড়া হস্তক্ষেপ করে জুয়ার আসর বন্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

প্রেস ক্লাবের অভিযোগ, চড়ক পূজা ও মেলাকে ঘিরে একটি অসাধু চক্র সুপরিকল্পিতভাবে জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে এবং গোপনে বড়সড় জুয়ার আসর বসাচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে।

তাদের মতে, এই জুয়ার নেশা ধীরে ধীরে এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। দিনমজুর, নিম্নআয়ের শ্রমজীবী মানুষ থেকে শুরু করে যুবসমাজও এর কবলে পড়ছে। ফলে বহু পরিবারে অশান্তি, আর্থিক সংকট এবং সামাজিক অবক্ষয় বাড়ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে, কিছু ক্ষেত্রে পুলিশের উপস্থিতিতেই এই বেআইনি কার্যকলাপ চলার অভিযোগ। এতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনমনে। প্রেস ক্লাবের এক কর্মকর্তা বলেন, "উৎসবের আড়ালে এই ধরনের অনিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।"

প্রেস ক্লাবের দাবি, প্রতিটি মেলা প্রাঙ্গণে কড়া পুলিশি নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে, জুয়ার আসরগুলি অবিলম্বে ভেঙে দিতে হবে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এখন দেখার, এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ প্রশাসন কতটা সক্রিয় ভূমিকা নেয়। জেলাবাসীর আশা, শুধু আশ্বাস নয়, বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান হবে।

গণ্ডাছড়া হাসপাতাল চৌমুহনি এলাকায় একই রাতে দুটি দোকানে লুট, চাঞ্চল্য

গণ্ডাছড়া, ২৪ এপ্রিল: গণ্ডাছড়া হাসপাতাল চৌমুহনি এলাকায় একই রাতে দুটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এলাকার দুই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও তাদের দোকান গুছিয়ে তালা দিয়ে বাড়ি ফিরে যান। আজ সকালে দোকান খুলতে এসে তারা দেখতে পান, দোকানের তালা ভাঙা এবং ভেতরে রাখা বিভিন্ন সামগ্রী লুট হয়ে গেছে। চোরের দল দোকানে থাকা ঠান্ডা পানীয়সহ অন্যান্য পণ্যসামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশকে জানানো হলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিদর্শন করে যায় এবং তদন্ত শুরু করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকরা জানান, এই ছোট দোকানের আয়ের ওপরই তাদের সংসার নির্ভরশীল। হঠাৎ এই চুরির ঘটনায় তারা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এলাকাবাসীর দাবি, এ ধরনের ঘটনা রুখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকা পরিদর্শনে ডিএম ও এসপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ এপ্রিল: আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি এবং জেলা পুলিশ সুপার মৌর্য কৃষ্ণা সি বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তারা ঋষ্যমুখ বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেন এবং বাজারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকায় আইন শৃঙ্খলাও খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় ঋষ্যমুখ ব্লকের বিডিও মোঃ নুরুজ্জামান ইসলামও উপস্থিত ছিলেন।

গো-মাতাকে জাতীয় পশুর স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনের ডাক, কৈলাসহরে হরিনাম সংকীর্তন ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ এপ্রিল: গো-হত্যা বন্ধ এবং গো-মাতাকে জাতীয় পশুর স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে খুব শীঘ্রই আন্দোলনে নামার কথা ঘোষণা করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল। সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই দাবিতে শিগগিরই জেলাশাসকের মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে দাবিপত্র পাঠানো হবে।

এদিকে, ঐতিহ্যবাহী হরিনাম সংকীর্তনকে কেন্দ্র করে ফের উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর শহরে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে নতুন কালীবাড়িতে আয়োজিত হয়ে আসা এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এবারের পর্ব শুরু হয় পাঁচ বৈশাখ থেকে। সাতদিনব্যাপী এই সংকীর্তন আগামী ১১ এপ্রিল শুক্রবার সকালে নগর পরিক্রমা এবং 'দধি ভঞ্জন ও মোহন্ত বিদায়'-এর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে।

প্রতি বছরের মতো এবছরও হরিনাম সংকীর্তন ঘিরে কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে বসেছে অঘোষিত বর্ণাঢ্য মেলা। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত এবং বহিঃরাজ্য থেকেও ভক্তদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা গেছে। সাতদিনব্যাপী চব্বিশ প্রহরের এই সংকীর্তনে বিভিন্ন কীর্তনীয়া দল অংশগ্রহণ করেছে।

২৩ এপ্রিল দিনভর ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, যেখানে কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন।

বিধবা ভাতা থেকে বঞ্চিত অসহায় গৃহবধূ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সহায়তার আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ এপ্রিল: চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিধবা ভাতা না পাওয়ায় চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন স্বামীহারা গৃহবধূ রত্না দত্ত। দীর্ঘ চার বছর ধরে একাধিকবার আবেদন জানিয়েও এখনও পর্যন্ত কোনো ভাতা পাননি বলে অভিযোগ। জানা গেছে, প্রায় চার বছর আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী যাদব দত্তের মৃত্যু হয়। এরপর থেকেই একমাত্র ছেলে দীপ্তনু দত্তকে নিয়ে কঠিন আর্থিক সংকটের মধ্যে জীবনযাপন করছেন রত্না দেবী। বর্তমানে তিনি একটি হোটেলে রান্নার কাজ করে সামান্য আয়ে সংসার চালানোর পাশাপাশি ছেলের পড়াশোনার খরচ বহন করছেন।

দীপ্তনু দত্ত এ বছর চেছুড়িমাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পড়াশোনায় মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অনটনের কারণে ভবিষ্যতে তার উচ্চশিক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন মা।

রত্না দত্তের অভিযোগ, বিধবা ভাতার জন্য ব্লক পঞ্চায়েত ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চার থেকে পাঁচবার আবেদন করা হলেও কোনো সুরাহা হয়নি। বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত ভাতা চালু হয়নি।

এছাড়াও তিনি জানান, তাদের রেশন কার্ড এখনও এপিএল হওয়ায় সরকারি খাদ্য সহায়তা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাতায় তার নামে একটি সিনটেক্স ট্যাঙ্ক বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে তা পাননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। ফলে বরাদ্দ হওয়া সামগ্রী কোথায় গেল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

বর্তমানে ছেলে নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন রত্না দত্ত। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাতজোড় করে আবেদন জানিয়েছেন, যাতে দ্রুত তার বিধবা ভাতা চালু করা হয়। এতে কিছুটা হলেও তাদের আর্থিক সংকট লাঘব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। এখন দেখার, প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই অসহায় পরিবারের আর্তির প্রতি কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas